জামাই বারিক

[১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ হইতে]

"Of all the blessings on earth the best is a good wife ;
A bad one is the bitterest curse of human life."

জামাই বারিক

দীনবন্ধু মিত্র

[১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা—৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম মুদ্রণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৫০
দ্বিতীয় মুদ্রণ—শ্রাবণ, ১৩৫৭

মূল্য পাঁচ সিকা

মুদ্রাকর—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
৫—১।৮।১৯৫০

ভূমিকা

'বিয়ে পাগলা বুড়ো,' 'সধবার একাদশী,' 'লীলাবতী'র হেমচাঁদ-নদেরচাঁদ প্রসঙ্গ লিখিয়া প্রহসনে দীনবন্ধুর হাত যখন পাকিয়া উঠিয়াছে, 'জামাই বারিক' প্রহসনটি সেই পরিণত বয়সের রচনা। ১৯২৯ সংবতে (মার্চ ১৮৭২) ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার বৎসরাধিক কাল পরে দীনবন্ধুর মৃত্যু হয়। দীনবন্ধুর জীবিতকালে ইহার একটি মাত্র সংস্করণ হইয়াছিল। সেই প্রথম সংস্করণই বর্ত্তমান সংস্করণে অনুসৃত হইয়াছে।

কথিত আছে যে, 'জামাই বারিক' কলিকাতার কোনও এক প্রসিদ্ধ পরিবারের ঘরজামাই করার পদ্ধতিকে ব্যঙ্গ করিয়া রচিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র 'দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী'র "ভূমিকা"য় লিখিয়াছেন—" 'জামাই বারিকে'র দুই স্ত্রীর বৃত্তান্ত প্রকৃত।" রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে 'জামাই বারিক' সম্পর্কে একটি কৌতুককর কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কাহিনীটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। স্মরণ রাখিতে হইবে, 'জামাই বারিকে'র প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ একাদশবর্ষীয় বালক মাত্র।

> দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের জামাইবারিক প্রহসন যখন বাহির হইয়াছিল তখন সে বই পড়িবার বয়স আমাদের হয় নাই। আমার কোনো একজন দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া সেই বইখানি পড়িতেছিলেন। অনেক অনুনয় করিয়াও তাঁহার কাছ হইতে উহা আদায় করিতে পারিলাম না। সে বই তিনি বাক্সে চাবিবন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। নিষেধের বাধায় আমার উৎসাহ আরও বাড়িয়া উঠিল, আমি তাঁহাকে শাসাইলাম, এ বই আমি পড়িবই।

মধ্যাহ্নে তিনি গ্রাবু খেলিতেছিলেন—আঁচলে বাঁধা চাবির গোচ্ছা তাঁর পিঠে ঝুলিতেছিল। তাস খেলায় আমার কোনো-দিন মন যায় নাই, তাহা আমার কাছে বিশেষ বিরক্তিকর বোধ হইত। কিন্তু সে দিন আমার ব্যবহারে তাহা অনুমান করা কঠিন ছিল। আমি ছবির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিলাম। কোনো এক পক্ষে আসন্ন ছক্কাপাঞ্জার সম্ভাবনায় খেলা যখন খুব জমিয়া উঠিয়াছে এমন সময় আমি আস্তে আস্তে আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া লইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু এ কার্য্যে অঙ্গুলির দক্ষতা ছিল না, তাহার উপর আগ্রহেরও চাঞ্চল্য ছিল—ধরা পড়িয়া গেলাম। যাঁহার চাবি তিনি হাসিয়া পিঠ হইতে আঁচল নামাইয়া চাবি কোলের উপর রাখিয়া আবার খেলায় মন দিলেন।

এখন আমি একটা উপায় ঠাওরাইলাম। আমার এই আত্মীয়ার দোক্তা খাওয়া অভ্যাস ছিল। আমি কোথাও হইতে একটি পাত্রে পান দোক্তা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিলাম। যেমনটি আশা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। পিক ফেলিবার জন্য তাঁহাকে উঠিতে হইল;—চাবি সমেত আঁচল কোল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নীচে পড়িল এবং অভ্যাসমত সেটা তখনি তুলিয়া তিনি পিঠের উপর ফেলিলেন। এবার চাবি চুরি গেল এবং চোর ধরা পড়িল না। বই পড়া হইল। তাহার পরে চাবি এবং বই স্বত্বাধিকারীর হাতে ফিরাইয়া দিয়া চৌর্য্যাপরাধের আইনের অধিকার হইতে আপনাকে রক্ষা করিলাম। আমার আত্মীয়া ভর্ৎসনা করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহা যথোচিত কঠোর হইল না; তিনি মনে মনে হাসিতে-ছিলেন—আমারও সেই দশা। (১ম সংস্করণ, পৃ. ৮০-৮১)

জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের বাড়ীতে অবস্থিত কলিকাতার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়—'ন্যাশনাল থিয়েটারে' ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর এবং ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারি 'জামাই বারিক' অভিনীত হয়।

সদ্‌গুণরাশি শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী বসু

সহৃদারচরিতেষু

ভ্রাতৃস্নেহভাজন রাসবিহারি !

তুমি যে যে প্রদেশে অবস্থান করিয়াছ সকলেরি অল্প অল্প বৃত্তান্ত তোমার লিপিসমূহে প্রাপ্ত হইয়াছি। সেগুলিন এমনি মধুর একবার পাঠ করিলেই কণ্ঠস্থ হইয়া যায়। যদিও আমি অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, তোমাকে কিন্তু কখন কোন স্থানের ইতিবৃত্ত দিই নাই—ইতিবৃত্ত দূরে থাক্ তোমার সমুদায় লিপির উত্তর দিয়াছি কি না সন্দেহ। বহুকালের পর তোমাকে একটি অপূর্ব্ব স্থানের ইতিবৃত্ত দিতে সক্ষম হইলাম, সে স্থানের নাম **"জামাই বারিক"**। ইতি।

অভিন্নহৃদয়

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র

নাটকোক্ত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

বিজয়বল্লভ ···	জমীদার।
অক্ষয়কুমার ···	বিজয়বল্লভের জামাতা।
পদ্মলোচন ···	অভয়কুমারের প্রতিবাসী।
মাধব বৈরাগী ···	আশ্রমধারী বৈষ্ণব।

স্ত্রীগণ

কামিনী ···	বিজয়বল্লভের কন্যা এবং অভয়কুমারের স্ত্রী
ভবি ময়রাণী ···	কামিনীর প্রতিবেশিনী।
হাবার মা পাঁচী ···	বিজয়বল্লভের পরিচারিকাদ্বয়।
বগলা বিন্দুবাসিনী ···	পদ্মলোচনের স্ত্রীদ্বয়।

পারিষদগণ, চোর, জামাইগণ, দাসীগণ, বৈষ্ণবীগণ।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কেশবপুর, বিজয়বল্লভের বৈঠকখানা

বিজয়বল্লভ, ঘটক এবং পারিষদচতুষ্টয়ের প্রবেশ

বিজ। (গদিতে উপবেশনানন্তর) তবে ও সম্বন্ধ ছেড়ে দিতে হল।

ঘট। এমন পাত্র কিন্তু আর মিল্‌বে না, দেখ্‌তে কার্ত্তিকটি, লেখাপড়ায় যত দূর ভাল হতে হয়, বয়স কম বলে এবারে এন্‌ট্রান্স পাশ কর্‌তে দ্যায় নি।

প্রথম পারি। প্রতিবন্ধকতা কি ?

বিজ। আমি আত্মিরস কত্তে চাই—একটি কুলীনের মেয়ের সঙ্গে ছেলেটির বিয়ে দিয়ে তার পরে পৌত্রীটি সম্প্রদান করি, তা ছেলেটা দুই বিয়ে কত্তে চায় না।

দ্বিতীয় পারি। ছেলের বাপের মত কি ?

বিজ। একালে ছেলে কি বাপ্‌কে মানে ? বাপের নিতান্ত ইচ্ছা আমার সঙ্গে এ ক্রিয়া করেন, কিন্তু ছেলে বাপের নয়, কোন মতে দুই বিয়ে কর্‌তে স্বীকার হয় না।

ঘট। যে কাল দিন পড়েছে, আত্মরস প্রায় উঠে গেল—রামকানাই বাবু পুত্রের প্রথম স্ত্রী থাকা সত্ত্বে ধনের লোভে বড় মান্‌ষের মেয়ের সঙ্গে তার আবার বিয়ে দিয়েছেন, সে জন্যে কারো কাছে মুখ দেখাতে পারেন না, ভদ্রসমাজে তাঁর হুঁকা বন্দ।

তৃতীয় পারি। তিনি না কালেজ আউট ?

ঘট। তা নইলে তাঁকে কে নিন্দে কর্‌তো? তাঁর বন্ধুরা বলে "রামকানাই! এক কামড়ে তিনটি মাথা খেলে"।

চতুর্থ পারি। কার কার?

ঘট। পুত্রের, পুত্রের প্রথম স্ত্রীর, আর বড় মানুষের মেয়ের।

বিজ। এ বংশে আন্থিরস ভিন্ন একটিও মেয়ের বিয়ে হয় নি—আমি সুপাত্রের অনুরোধে কুলাঙ্গার হব? ও সম্বন্ধ বিসর্জ্জন দাও।

ঘট। তবে জঙ্গলবেড়ের কুঁচিল বাবুর ছেলের সঙ্গেই সম্বন্ধ স্থির করা যাক্।

বিজ। সুতরাং।

প্রথম পারি। ছেলেটি কেমন?

ঘট। কৃষ্ণবর্ণ কটা চুল, কূপ বলে হয় ভুল
সুগোল গভীর আঁখিদ্বয়,
কিবা শোভা নাসিকার, যেন কূর্ম্ম অবতার,
কপোল যুগল লৌহময়,
ঠোঁট হেরে সারে শোক, যেন দুটি মোটা যোক,
অবশ রুধির করে পান,
অতি লম্বা পদ দুটি, যেন গরানের খুঁটি,
কেটে গাটি করে খান খান;
বসনে বিষম আটা, কভু রজকের পাটা,
আজন্ম করে নি পরশন,
রাখাল রাজের ভাব, কাটেন গরুর জাব,
ধেনু লয়ে গোষ্ঠে গোচারণ;
গেঁটে কল্‌কে হাতে নিয়ে, ঘুঁটের আগুন দিয়ে,
খর্সান তামাক সেজে খায়,
লেখা পড়া হড়াপোড়া, কিন্তু কুলীনের গোড়া,
কুললক্ষ্মী অন্ধ করুণায়।

বিজ। তুমি শিং ভেঙ্গে বাচুরের দলে মিশেছ, তাই কুলীনের ছেলের এত নিন্দা কচ্চো, ছেলেদের ইচ্ছা ভাল পাত্রটির সঙ্গে বিবাহ হয়, তুমি তাদের সঙ্গে একমত হয়েছ।

ঘট। আমার মতামত কি, আমাকে যেমন অনুমতি কর্‌বেন আমি তেমনি কর্‌ব, তবে স্বরূপ বর্ণনা না কর্‌লে আমাকে পরিণামে দোষ দিতে পারেন।

দ্বিতীয় পারি। ছেল্‌টিকে জামাই বারিকে এনে ফেল্‌তে পাল্যে পাঁচ দিনে সংশোধন হবে, আপনি জামাইদিগের উন্নতির অনেক উপায় করেছেন।

পদ্মলোচনের প্রবেশ

বিজ। আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

পদ্ম। বস্‌তে আজ্ঞা হয়।

বিজ। অভয়কুমার রাগ করে বাড়ী গিয়েছে, আমি তিন চার বার লোক পাঠালেম তা কোন মতেই এল না; শুন্‌ছি সে মহাশয়ের বড় অনুগত, আপনি অনুগ্রহ করে অভয়কে বুঝ্‌য়ে এখানে পাঠ্‌য়ে দেবেন।

পদ্ম। সে জন্যে আপনাকে অধিক বল্‌তে হবে না, আমি বাড়ী গিয়েই অভয়কে পাঠ্‌য়ে দেব।

বিজ। আমি জামাইদের যেমন যত্ন করি তা এঁরা সকলি জানেন। অভয় কিছু অভিমানী, একটু ত্রুটি হলেই বাড়ী যায়। আমি প্রত্যেক মেয়েকে এক একটি জমীদারি লিখে দিইচি।

ঘট। আপনি জঙ্গলবেড়ের কুঁচিল বাবুকে জানেন?

পদ্ম। তিনি কুলীনচূড়ামণি।

তৃতীয় পারি। তাঁর ব্যবসা কি?

পদ্ম। ছেলে মেয়ে বিক্রী করা। তাঁর সন্তানগুলিন খুব

দরে বিক্রী হয়; তাঁর পিলে রোগা গন্নাকাটা কালপেঁচা মেয়েটা দেড় হাজার টাকায় হাইষ্ট বিডারে বিক্রয় হয়েছে।

চতুর্থ পারি। তাঁর ছেল্‌টি কেমন?

পদ্ম। ভগ্নীর ভাই।

চতুর্থ পারি। লেখা পড়ায় কেমন?

পদ্ম। আমি তাকে এক দিন জিজ্ঞাসা কর্‌লেম "তোমরা কয় ভাই"? সে বল্যে "তিন ভাই"; আমি বল্যেম "কে কে?" সে বল্যে "আমি, কালাকাকা, আর ভগীপিসী"। লেখা পড়ায় কেটে জোড়া দেন।

বিজ। তোমরা আবার ও কথা তুল্যে কেন? পদ্মলোচন বাবু এসেছেন ওঁর সঙ্গে সদালাপ করা যাক্‌।

পদ্ম। আপনার এখানে সদালাপের শিবরাত্রি।

বিজ। কেন মহাশয়?

পদ্ম। আপনি যুবরাজ অঙ্গদের ন্যায় লাঙ্গুল পাক্‌য়ে উচ্চ গদি প্রস্তত করে উপরে বসে রইলেন, আর আমি নলডেঙ্গার নায়েবের মত নীচেয় বসে নিকেস দিচ্চি।

প্রথম পারি। আপনি ক্রোরপতি ভূস্বামীকে এমন কথা বলেন?

পদ্ম। আমি ত আপনার মত ভার হাতে করে আসি নি যে উচিত কথা বল্‌তে সঙ্কুচিত হব।

প্রথম পারি। জমীদারদিগের উচ্চ আসন পরমেশ্বরদত্ত।

পদ্ম। আজ্ঞে না আপনার ভুল হচ্চে; কার দত্ত আপনি জানেন না।

প্রথম পারি। কার দত্ত?

পদ্ম। হনুমানের হৃদয়বিহারী দাশরথি দত্ত।

ঘট। মহাশয়, আপনার ভাব বুঝ্‌তে পাল্যেম না।

পদ্ম। যুবরাজ অঙ্গদ রাবণের সভায় লেজ পাকৃয়ে উচ্চ আসন করে বসে সভাস্থ লোকদিগের অপমান করিয়াছেন শুনিয়া রামচন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে বল্যেন যুবরাজ বর নাও; যুবরাজ অঙ্গদ বল্যেন প্রভু এই বর দেন, যেন আমার লাঙ্গূল পাকান উচ্চ আসনখানি পৃথিবীতে প্রচলিত থাকে। রামচন্দ্র বল্যেন হে বীরশ্রেষ্ঠ বালিরাজাত্মজ! তোমার প্রার্থনা অবশ্য ফলবতী হইবে; তোমার প্রকাণ্ড শরীর তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে কলিযুগে তিনটি অবতার হবে, সেই তিন মহাত্মা তোমার লেজবিনির্ম্মিত আসন প্রচলিত রাখ্‌বেন।

ঘট। কোন্ খণ্ডে কোন্ অবতার হল?

পদ্ম। মুখে মূর্খ জমীদার; পেটে সোয়ালচুরির সদরআলা; লেজে সুকতলার ডেপুটি বাবু।

দ্বিতীয় পারি। সুকতলাটি কি?

পদ্ম। অনুরোধমিশ্রিত খোযামোদ।

ঘট। মূর্খ জমীদারে বানরের মুখের চিহ্ন কি?

পদ্ম। মুখ খিচোয়।

ঘট। সোয়ালচুরির সদরআলায় বানরের পেট কই?

পদ্ম। এজলাসে উৎকোচ আহার করেন।

ঘট। সুকতলার ডেপুটি বাবুতে বানরের লেজের লক্ষণ কি?

পদ্ম। শতমুখীতেও সোজা করা যায় না।

তৃতীয় পারি। ডেপুটি বাবু কোথায় কর্ম্ম করেন?

পদ্ম। কিষ্কিন্ধাবাদে।

ঘট। বিচারে কেমন?

পদ্ম। ছয় কেটে দুই।

ঘট। সে কি মহাশয়?

পদ্ম। ডেপুটিবাবু এক দিন এক জন আসামীকে ছয় মাস মেয়াদ দিলেন, বাসায় এসে সেরেস্তাদার মহাশয়ের কাছে জান্‌লেন এমন অপরাধে দুই মাসের অধিক মেয়াদ হয় না, পর দিন কাছারি এসে ছয় কেটে দুই কল্যেন।

ঘট। ডেপুটিবাবু কি সেরেস্তাদারের বশীভূত?

পদ্ম। সেরেস্তাদার ডেপুটিবাবুর ব্ল্যাকষ্টোন।

ঘট। কলমের জোর কেমন?

পদ্ম। প্রায় বকলমে কাজ চলে।

তৃতীয় পারি। রিপর্ট লিখ্‌তে হলে কি করেন?

পদ্ম। কাগজ বগলে করে বন্ধুগণের শরণ লন।

ঘট। ডেপুটিবাবু না কি বড় রসিক?

পদ্ম। রেপ্‌কেসগুলিন বাবুর একচেটে; মেয়ে সাক্ষীর জবানবন্দি বাসায় বসে।

ঘট। ডেপুটিবাবু সভ্য কেমন?

পদ্ম। সভ্যতার মধ্যে দেখতে পাই যুবরাজ অঙ্গদের মত বৈঠকখানায় ঠ্যাং উঁচু করে লাঙ্গুল পাকান উচ্চ গদিতে বসে থাকেন, ভদ্রলোক এসে বিরক্ত হয়ে উঠে যায়।

ঘট। বোধ হয় বাবুজি মানের গৌরবে যুবরাজ অঙ্গদের মত ব্যবহার করেন।

পদ্ম। মান তো মানকচু, বন্য শূকরের দন্তে বিদারিত। বাবুর মান গুঁতোয় গুঁতোয় থেঁতো হয়ে গেছে।

চতুর্থ পারি। কিসের গুঁতো?

পদ্ম। একের নম্বর গুঁতো মেজেষ্টরের; দুয়ের নম্বর গুঁতো সেসান জজের; তিনের নম্বর গুঁতো হাইকোর্টের; চারের নম্বর গুঁতো গবরণমেণ্টের; পাঁচের নম্বর গুঁতো বেনামী দরখাস্তের। গুঁতাং পঞ্চ উপর্যুপরি।

ঘট। বোধ করি সেই জন্যে বাসায় এসে উচ্চ গদিতে আড় হয়ে পড়েন, ভদ্রলোক এলে গাত্রবেদনায় উঠ্‌তে পারেন না।

পদ্ম। সে জন্যে নয়।

ঘট। তবে কেন গদি ছেড়ে উঠেন না?

পদ্ম। পাছে লাঙ্গূল বের্‌য়ে পড়ে।

ঘট। আপনার কলিকাতায় যাতায়াত আছে?

পদ্ম। বারেক দুবার গিয়েছিলেম।

ঘট। সেখানকার বাবুরা কেমন?

পদ্ম। কলিকাতা রত্নাকরবিশেষ—কোন কোন স্থল অমৃতে পরিপূর্ণ, কোন কোন স্থল বিষময়।

ঘট। কোন্ অংশটি বিষময়?

পদ্ম। যে অংশে খোঁড়া বাবুদের বাস।

ঘট। খোঁড়া বাবুরা কারা?

পদ্ম। যাঁরা লাঙ্গূল অবতারের মত উচ্চ আসনে উপবেশন করেন, ভদ্রলোক নিকটে গেলে সম্মান করিতে কৃপণতা করেন না, বিদায় দেওয়ার সময় আবার আস্‌তে আহ্বান করেন, কিন্তু প্রতিদর্শনের সময়, অর্থাৎ ভিজিট্ রিটারণের কাল উপস্থিত হলে, খোঁড়া হন।

ঘট। তাঁরা কি বারমেসে খোঁড়া?

পদ্ম। আজ্ঞে না, কারণ তাঁরা বিলাসকাননে যাবার সময় চতুষ্পদ হন।

বিজ। (গদি হইতে অবতরণপূর্ব্বক পদ্মলোচনের নিকটে বসিয়া) পদ্মলোচন বাবু আমাকে বড় অপ্রতিভ কল্যেন, তা আপনিও তো বৈঠকখানায় গদিতে বসেন।

পদ্ম। কিন্তু উপযুক্ত লোক এলে তাঁকে গদিতে নিয়ে বসি, যদি অধিক লোক হয় তাঁদের সঙ্গে নীচেয় বসি।

বিজ। মহাশয় অসভ্যতা মার্জ্জনা কর্‌বেন।

পদ্ম। ধনী লোকের নম্রতা বড়ই মনোহর।

বিজ। যদি অনুমতি করেন আপনাকে বাগানে নিয়ে যাই।

পদ্ম। আমি আপনার নিতান্ত অনুগত।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কেশবপুর, কামিনীর শয়নঘর

এক দিকে কামিনী, অপর দিকে ভবি ময়রাণীর প্রবেশ

কামি। এ কি ভাগ্‌গি, ময়রা দিদির আগমন—আজ্ সকালে কার মুখ দেখেছিলেম, তার মুখ রোজ্ দেখ্‌ব লো—কোন্ ঘাটে মুখ ধুয়েছিলেম, সেই ঘাটে রোজ্ যাব লো—তুমি বেঁচে,—আমি বলি ময়রা বুড়ো রাঁড় হয়েছে।

ভবি। কামিনী, নাতিনী, সতিনী আমার তুই,
তোর ঠাকুর্দ্দাদায় রেখে মাঝে তিন জনাতে
এক বিছানায় শুই—

কামি। মরণ আর কি, কত সাদি যায়।

ভবি। একবার দেখি, বুড়ো তোকে ন্যায় কি আমায় ন্যায়।

কামি। মুড়্‌কিমুখী ময়রা দিদি নবীন বয়েস তোর,
ছোট্টো মাজা নিরেট বাঁজা বড় কপাল জোর।
তোকে ছেড়ে কি আমায় নেবে?

ভবি। নিলেও নিতে পারে।

কামি। কেন লো?

ভবি। ভাতার যে তোর মনে ধরি নি।

কামি। তা বলে তো আর আমি বিয়ে করি নি।

ভবি। পথ থাক্‌লে কর্ত্তিস।

কামি। না থাক্‌লেও কর্‌বো।

ভবি। কাকে লো?

কামি। যমকে।

ভবি। অমন কথা বলিস্‌ নে।

কামি। যাই, মেজদিদির পাশে যাই, হাড়টা জুড়ুক।

ভবি। মেজদিদি ম'ল কেন? বল্‌ না ভাই।

কামি। বড় ঘরের বড় কথা, বললে কাটা যায় মাথা। মেজ জামাই বড় মদ খেত, বাবা তারে বাড়ীতে আস্‌তে বারণ করেছিলেন, এক দিন দরোয়ান দিয়ে বার করে দিচ্‌লেন—মেজদিদির চক্‌ দিয়ে টস্‌ টস্‌ করে জল পড়্‌তে লাগ্‌লো, নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করে সমস্ত দিন কাঁদ্‌লেন—কেনই বা কাঁদ্‌লেন; একে ঘরজামায়ে তাতে মাতাল, থাক্‌লেই বা কি আর গেলেই বা কি—আমরাও কি কাঁদি নে, কাঁদি, যদি ভাতারের মত ভাতার হয়—

ভবি। তার পর।

কামি। মেজদিদি বাবার কাছে গিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লেন—"বাবা আমায় একখানি ছোট বাড়ী করে দেন আমি ওকে নিয়ে সেখানে থাকি, চাকরে তারে অপমান করে আমার প্রাণে সহ্য হয় না।"

ভবি। বাবা কি বল্লেন?

কামি। বাবা বল্লেন "বিধবা হয়ে মেয়ে যেমন বাপের বাড়ী থাকে তুমি তেমনি থাক—ভাব সে মরে গিয়েছে।" পোড়া কপাল আর কি, বাপের মুখে কথা দেখ—যখন মেজদিদি তার ভাতারকে ভালবাসে, তখন সে মন্দ হক্‌ ছোন্দ হক্‌ মাতাল হক্‌ গুলিখোর হক্‌ তার কাছে তাকে দেওয়াই ভাল।

ভবি। আহা! মেজদিদি মনে বড় ব্যথা পেলে, না?

কামি। ব্যথা পেলে, ব্যথা নিবারণও কল্লে—রাত্তিরটি পোহালো; সকালে দোর খুলে দেখি মেজদিদি গলায় খুর দিয়ে মরে রয়েছে, রক্তে ঢেউ খেল্‌চে। বেঁচেছে, ঘরজামায়ের হাত এড়্‌য়েছে।

ভবি। বড় ডামাডোল হল?

কামি। হল না? বাবার হাতে দড়ি পড়ে পড়ে—কত লোক কত কথা বল্‌তে লাগ্‌লো, কেউ বলে বের্‌য়ে যাচ্ছিল, বাবা তাই কেটে ফেলেছেন, কেউ বলে চাকরের সঙ্গে, জামাই বাবু তাই খুন করেচেন—যে যা বলুক সে সব কথা মিছে; সতী লক্ষ্মীর দোষ দেব না—আমি যা বল্‌চি তাই সত্তি, সে আপনার দুঃখে আপনি ম'ল।

ভবি। জামাই বাবু আর আসেন নি।

কামি। ঘয়জামায়ে আর থানার চাপরাসি সমান, চাপরাস যদ্দিন মান তদ্দিন, চাপরাস গেল মান ফুরালো—চাপরাস হার্‌য়ে জামাই বাবু দেশে দেশে ভেসে বেড়াচ্চেন।

ভবি। তোর ভাতারকে যদি তাড়্‌য়ে দেয়।

কামি। ওলাবিবির পূজ দিই—

ভবি। তা আর দিতে হয় না—

কামি। যে দোষে তাড়্‌য়ে দেয় এর সে দোষ নাই, মদ খায় না—গুলি খাও গাঁজা খাও, বেড়াতে চেড়াতে যাও, বাবা তাতে কথাটি কন না—মদ খেলে, না যমের বাড়ী গেলে, তবু মেজ্‌দি মরে কড়াকড়্‌ অনেক কমেছে। এখন দাদারাও একটু একটু খান।

ভবি। ভাব যেন নাত্‌জামাইকে চাকররা তাড়্‌য়ে দিলে—তুই তা হলে কি করিস?

কামি। কাঁদি কিন্তু মরি নে।

ভবি। কাঁদিস্ কেন ?

কামি। আমার জিনিস আমি মারি, কাটি, বকি ঝকি, তাতে এসে যায় না, কিন্তু পরে কিছু বল্লে আমার মনে বাজে, হয়ত তাইতে কাঁদি।

ভবি। মরিস্ নে কেন ?

কামি। শুধু শুধু মর্‌তে যাব কেন লো—এক দিন তাড়ালে বলে কি রোজ তাড়াবে। ঘরজামায়ের মান আর অপমান—ঘরজামায়ের গা, না গণ্ডারের গা, মার্‌লে দাগ চড়ে না—তাদের মন লোহার গঠন, অপমানের হুল বেঁধে না, বরং ভোঁতা হয়ে যায়।

ভবি। আমার বোধ হয়, একটু ভারিক্কি হলে তোর ভাতারকে তুই ভালবাস্‌বি—

কামি। চুলোর দোরে না গেলে তো নয়।

ভাবি। নাত্‌জামাই নাকি বড় রাগ করে গেছে, আর নাকি আস্‌বে না ?

কামি। ঘর্‌জামায়ে পোড়ার মুখ,
মরা বাঁচা সমান সুখ।

আসে আস্‌বে, না আসে না আস্‌বে, আমার তায় কি ?

হাবার মার প্রবেশ

ভবি। তোর না ত কি আমার, না এই হাবার মার ?

কামি। হাবার মার, মাইরি ময়রা দিদি তোর মাথা খাই, এক রাত এক বিছানায়ে বাস হয়ে গিয়েছে। হাবার মার ঐ তো রূপ—দাঁতগুলি পড়ে উঠ্‌চে, চক্ষের কোণে ক্ষীরোদ মন্থন,

চুল শণের নুড়ি, নার্‌কেলের তেলে জব জব, নিকি মরে পচা গন্ধ—উতিই আমার নটবর হাবুডুবু।

হাব। জামাই বাবুকে আস্তে গেল—

কামি। আমায় নিয়ে চুলোয় চল।

হাব। আ মরি মরি কথার শ্রী দেখ—কামিনি তোরে কেমন কেমন দেখ্‌চি—

কামি। কার সঙ্গে লো? আমার আঁধার মাণিক তোর হয়েছে—হাবার বাবার সঙ্গে দেখ্‌লি নাকি?

ভবি। তোর যে মুখ, হাবার বাবার বাবা হার মেনে যায়।

হাব। এবার এলে আর গ্যাদা করে হতছেদ্দা করিস নে—ছোট নোক হক্, গুলি খাক্, তোর ভাতার ত বটে, ফুল ফেলে তো মেরেচে—স্বামী গুরুনোক, তারে কি বার করে দিয়ে দোর দিতে আছে—বলে—

স্বামী আমার গুরু জন,
এক রাজার নয় সাত রাজার ধন।

কামি। হাবার মা তুই আর জ্বালাস্ নে ভাই, ময়রাদিদি এয়েছে ছুটো মনের কথা কই—তোমার কথকতা কত্তে ইচ্ছে হয় বেদীতে গিয়ে বসো।

হাব। হ্যাঁলা কামিনি তুই আমারে বাঁদী বল্লি; তোরে হতে দেখিছি, কোলে পিঠে করে মানুষ করিচি, তুই বুড়ো ধাড়ী নেংটা হয়ে বেড়াতিস, সাপের ভয় দেখ্‌য়ে তোরে কাপড় পরাতে শিখ্‌য়েছি—তুই আজ এত বড় হলি আমারে বাঁদী বল্লি; যাই দিকি গিন্নির কাছে।

কামি। হাবার মা তুই বড্ডো হাবা আমি বল্লেম বেদী, তুই শুন্‌লি বাঁদী। ময়রা দিদিকে জিজ্ঞাসা কর আমি বলিচি "বেদী" বাঁদী নয়।

ভবি। সত্যি রে হাবার মা কামিনী তোকে বাঁদী বলে নি—

কামি। মাইরি হাবার মা আমি তোকে মন্দ কথা বলি নি, রাগ করিস্ নে আমার মাথা খাস্—

হাব। বালাই, তোর মাথা কি আমি খেতে পারি—তোর ভাতার রাগ করে গেছে আমি ধড়্ফড়্ করে মর্‌চি।

কামি। তোমার সঙ্গে কি না নতুন প্রেম। আহা জামাই-বাবু এখানে নাই, হাবার মার বিছানাটি ফাঁৎ ফাঁৎ কচ্চে।

ভবি। ও হাবার মা নাত্‌জামাই তোর বিছানায় গিয়েছিল কেমন করে ?

হাব। দেখে যা পাড়ার লোক চোরের দাগাদারি,
যে ঘরেতে রাঙ্গা বউ সেই ঘরেতে চুরি—
দেখে যা চোরের দাগাদারি। (নৃত্য)

ভবি। আ মরণ, নাচেন যে।

হাব। নাচ্‌বো না তো কি,
আমি কি ভেসে এসিচি,
কাল সকালে কেলে সোণার কোলে বসিচি। (নৃত্য)

কামি। পোড়ারমুখ, যেমন ঝক্‌ড়া কত্তে, তেমনি আমোদ কত্তে। এত বুড়ী, তবু রসের ডোবা।

ভবি। হাবার মা নাত্‌জামায়ের সঙ্গে কেমন নতুন পীরিত কল্লি বল্ না ?

হাব। আমার সঙ্গে পীরিত করা,
জামাই বাবুকে প্রাণে মারা।

কামি। সে যে তোমার নয়নতারা।

হাব। তা তো তুমিই করে দিয়েছ। শুনিচি কুচবেহারে মাগ ভাড়া দেয়, বড়মান্‌ষের মেয়েরা ভাতার ভাড়া দেয়।

কামি। তোর কাছে আমার এক রেতের ভাড়া পাওনা, জান্‌লি।

হাব। তোর রাত কত করে ?

কামি। কুলীন বাবুদের ফাটা পা।

ভবি। আমি কথাটি পাড়ি আর কামিনী উড়্‌য়ে দেয়—হাবার মা নতুন পীরিতের কথা বল্‌।

কামি। কেমন করে আমার সতীন হলি তাই বল্‌।

হাব। ময়না ময়না ময়না,
সতীন যেন হয় না।

কামি। মাচি, মাচি, মাচি,
সতীন হলে বাঁচি।

হাব। আমার মত সতীন হলে বটে—ময়রাদিদির মত সতীন হলে ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধ, ভাতার শালা পাঁটাছেঁড়াছিঁড়ি হয়।

কামি। ময়রাদিদি ন্যাজের দিকে।

ভবি। তা হলে আমি গিছি—তুমি কামদেবের বয়ার-কাটা কামার—মুড়ির সঙ্গে যা থাকে তা কামারের, তুমি এমনি কোপ কর্‌বে, মুড়ির সঙ্গে সব ভাতারটুকু কেটে নেবে—

হাব। তোমার হাতে থাক্‌বে কি ?

ভবি। ভাতারের ন্যাজটি।

কামি। ময়রাদিদি তুই ভয় করিস্‌ কেন—হাবার মারে জিজ্ঞাসা কর ওকে আস্ত দিয়েছিলেম।

ভবি। ওকে দেবার আটক কি—ও তো কাটে না, কেবল পাতা খাওয়ায়।

হাব। মাইরি দিদি আমি কিছু খাওয়াই নি—ঢুকুর রেতে কোথায় কি পাব ব'ন—বাছা চুপ্‌টি করে শুয়েছিল—

ভবি। কামিনীর ঘরে কে ছিল ?

কামি। ময়রা বুড়ো।

ভবি। ময়রা বুড়ো তোর বড় মনে ধরেছে।

কামি। অদন্তের হাসি, বড় ভালবাসি—বুড়োর তুই বুক-পোড়া ধন—এক খোলা সন্দেশ, টাট্‌কাগড়া, গরম, গরম। বুড়োর মাতায় টাক্ পড়েছে বটে, কিন্তু বয়সে নয়, কেবল তোমায় বয়ে বয়ে—তুমি জল বল্লে সর্‌বোত্ দেয়, ভাত বল্লে পায়েস, মাচ্ বল্লে মাকাল ঠাকুর।

দোজ্‌বরে ভাতারের মাগ।
চতুর্দ্দশীর চৌদ্দ শাগ।

ভবি। তুইও ত দোজ্‌বরের মাগ।

কামি। আস্থিরসের দোজ্‌বরে
চিরকাল্‌টা জাল্‌য়ে মারে।

ভবি। তাইতে দিলি হাবার মারে!

হাব। আহা! রাত পর ছুয়ের সময়, লোকজন সব শুয়েছে, মাজের দরজায় চাবি পড়েছে, বাছারে ঘর থেকে বার করে দিয়ে খিল দিলে ; ও কি সামান্নি। ওর মত কল্লা মেয়ে বাপের কালে দেখি নি—দশটা পাঁচটা নয়, একটা ভাতার, তার এই খর্, ছিক্ লো ছি—

কামি। ভ্যাদা ভেবে ভাতার ভেজিচি।

ভবি। তার পর।

হাব। বাছা কত বল্লে, "কামিনি, দোর খোলো, কামিনি, দোর খোলো, আমার মাতা খাও দোর খোলো"—চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী, কামিনী ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঘুম—

কামি। ঘুমবো কেন, আমি দোরের কাছে দাঁড়্‌য়ে।

হাব। বাছা ডাকাডাকি করে হাল্লাক, দোরে ঘা দিতে

পারে না পাছে বড়বাবু জেগে ওঠেন, কি করে কতক্ষণ দোর ধরে কাঁদতে নাগ্‌লো—

কামি। দূর পোড়াকপালি মিথ্যাবাদি—সে কাঁদ্‌বের ধন, আমাকে কত গাল দিতে লাগ্‌লো—যদি কাঁদ্‌তো, আমি তখনি দোর খুলে দিতেম—বিষের সঙ্গে খোঁজ নাই কুলোপানা চক্কোর, কথায় কথায় তেঁজ, ঘরজামায়ে তেঁজী হয় কে কোথায় দেখেছে।

হাব। বাছা জোয়ারের এর মত দোরে দোরে ভেসে বেড়াতে নাগ্‌লো—

ভবি। তার পর বুঝি তোমার কোষায় উঠ্‌লেন?

হাব। আমার কি বিছানা আছে না শেজ আছে—একখানি ভাঙ্গা তক্তাপোষ, তার ওপর ছেঁড়া কাঁতাখানা পাতা—বালিশ্‌টে ময়লা, ওয়াড় দিতে পারি নি—

কামি। তাতে আবার তোমার গোটানালে রাত্‌দিন রসবতী।

হাব। সাঁজের বেলা পাঁচি ছোটবাবুর পেটরোগা ছেলেডারে সেই বিছানায় বস্‌য়েছিল—শোবার সময় গিয়ে দেখি আমার মুণ্ডুপাত করে গিয়েছে; কি করি, বুড়ো হাবড়া মানুষ, রেতে চকে দেখ্‌তে পাই নে, পাঁচি আবাগী জামাই-বারিকে রাম-রাবণের যুদ্ধ কচ্চে, ভয়ে ভয়ে বিছানার এক পাশে শুয়ে পড়্‌লেম।

কামি। ভাব্‌তে লাগ্‌লে কেলেসোনা কখন কুঞ্জে আগমন করবেন—

হাব। চকের পাতা না বুজ্‌তে বুজ্‌তে কামিনীর ঘরে গোলমাল—

কামি। ময়রা বুড়ো ধরা পড়েছে।

হাব। বাছা আমার ঘরে দাঁড়্য়ে ভাব্তে নাগ্লো, ঘুমে ঢুলে পড়্চে, আমার বিছানায় শোবার উজ্জুগ্—আমি দেখ্লেম মুণ্ডুপাতে বাছার বুঝি মুণ্ডুপাত হয়—বল্লেম জামাই বাবু, মুণ্ডুপাত বাঁচ্য়ে পাশঘেঁযে শুয়ে থাক, জামাই বাবু তাই কল্লেন।

কামি। এক পাশে হাবার মা, এক পাশে জামাই বাবু, মাজ্খানেতে কে ?

হাব। মাজ্খানে আমার মুণ্ডুপাত।

ভবি। ঘুমের ঘোরে তোর গায় নাকি হাত দিয়েছিল ?

হাব। মুণ্ডুপাত আড়াল ছিল।

ভবি। তার পর সকাল বেলা ?

কামি। নিশি অবসানে দেখ্লেম কেলেসোনা কোল্ থেকে চুরি গিয়েছে।

হাব। সকাল বেলা উঠে শুনি জামাই বাবু রাগ করে বাড়ী গিয়েছে। তখনি লোক গেল, ফির্লো না—আবার আজ লোক গিয়েছে।

হাবার মার প্রস্থান।

ভবি। এবারে আস্বে ?

কামি। আগুনে টেনে আন্বে।

ভবি। কিসের আগুন ?

কামি। জঠোরের।

ভবি। ঘর থেকে বার করে দিচ্লি কেন ?

কামি। একটা তুচ্ছ কথা নিয়ে ঝক্ড়া হয়েছিল—

ভবি। পীরিতের ঝক্ড়া ?

কামি। প্রেতের ঝক্ড়া।

ভবি। কথাটা কি ?

কামি। আমি ভাই আঁধার ঘরে শুতে পারি নে ; প্রদীপটে

নেবে নেবে ; বল্লেম প্রদীপটেয় তেল দাও, সে বল্যে তুমি দাও ; আবার বল্লেম আমি আরাম করে শুইচি তুমি গিয়ে তেল দিয়ে এস, সে বল্লে আমি বুঝি দৌড়ে বেড়াচ্চি, তুমি গিয়ে তেল দাও—আমার বড় রাগ হলো, রাগ হবারি কথা, বল্লেম আমার বিছানা থেকে তাড়্য়ে দেব—সেও রাগ্লো, গদিতে ধপ ধপ করে নাতি মাল্লে, দোর খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো, আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে খিল দিলেম। মাজের দরজায় চাবি বাইরে যাবার পথ নাই, নরম হয়ে কত ডাক্লে, তা আমি শুনেও শুন্লেম না।

ভবি। তার পর ?

কামি। মুণ্ডুপাত।

ভবি। এটি নাত্জামায়ের অন্যায়—কত হুম্রো চুম্রো ভাতার মেগের কথায় প্রদীপে তেল দেয়, মাগ্কে উঠ্তে দেয় না, বিশেষ শীত কালে।

কামি। সেটি ভাই সেজদিদির ভাতারের দেখিছি—সেজ-দিদি যত বার বাইরে যায়, সে তত বার সঙ্গের সাথী ; দোর খুলে দেয়, দোর দিয়ে আসে, জল খাব বল্লে গেলাসটি মুখে তুলে ধরে।

ভবি। যাই হক্ কামিনি, যাবার সময় একটা কথা বলে যাই, নাত্জামাইকে আর অপমান করিস্ নে, হাড়াই ডোমাই ভাল দেখায় না, লোকে তোরি নিন্দে করে।

কামি। ঘরজামায়ে ভাতার যার,
কাণের সোনা নিন্দে তার।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেলডেঙ্গা। পদ্মলোচনের দর্‌দালান

পদ্মলোচন আসীন। অভয়কুমারের প্রবেশ

অভ। কি দাদা হরগৌরী হয়ে বসে রয়েছ যে—অর্দ্ধেক অঙ্গে তেল দিয়েছ, অর্দ্ধেক অঙ্গ রুক্ষ রেখেছ।

পদ্ম। আমার পক্ষাঘাত হয়েছে—হুই সতীনে শরীরটে ভাগ করে নিয়েছে ; ডান দিক্‌টে বড় আবাগীর, বাঁ দিক্‌টে ছোট আবাগীর। ছোট আবাগী এতক্ষণ তেল মাকাচ্চিল ; চুলচেরা ভাগ, বাঁ অঙ্গে মাখ্‌য়েছে ডান অঙ্গ পড়ে রয়েছে—দেখ না ডান দিকে তেলের দাগটি লাগে নি ; বড় আবাগী আসে, ডান দিকে তেল পড়্‌বে, নইলে এইরূপেই বসে থাক্‌তে হবে।

অভ। আপনি কেন ডান দিকে তেল দিয়ে নেয়ে ফেলুন না, বেলা তো অনেক হয়েছে।

পদ্ম। তা হলে কি আর আস্ত থাক্‌বো! বড় আবাগী হুদ্দাড় করে কিল মার্‌বে, কেঁদে বাড়ী মাথায় করবে, ঝাঁটা ফির্‌য়ে ঘাড় ভাঙ্গ্‌বে—বল্‌বে আমাকে একটু ভালবাস না, আমার অঙ্গটা আমার জন্যে রাখ্‌লে না, আপ্‌নি তেল দিলে।

অভ। তুমি তবে তো বড় সুখী—তুমি যে দেখি ঘরজামায়ের বাবা।

পদ্ম। ঘরজামায়ের এক বাঘিনী, আমার ছুটি।

অভ। কিন্তু দাদা ঘরজামায়ের একটা এক সহস্র।

পদ্ম। ভুগি নি, বল্‌তে পারি না। এরা এখন মার ধরেছে—

অভ। বলো কি ?

পদ্ম। কথায় কথায়।

অভ। তবে তোমার জিঁত।

পদ্ম। আমার জিঁত অনেক রকমে—তুমি পেটে খেতে পাও আমি হপ্তায় আট দিন উপবাস করি—দুই আবাগী দুটো রসুইঘর করেছে—এ বলে আমার এখানে খাও ও বলে আমার এখানে খাও।

অভ। তাতে তো আরো খাবার সুখ।

পদ্ম। খাবার উদ্যোগ মাত্র—ভাত ব্যঞ্জন যেমন তেমনি থাকে।

অভ। তুমি তবে খাও কি ?

পদ্ম। বড় আবাগীর কিল, ছোট আবাগীর চড়।

তেলের বাটি হস্তে বগলার প্রবেশ

বগ। ঠাকুরপো কবে এলে—এবারে না কি তাড়্য়ে দিয়েছে ? তুমি কি মাগই পেয়েছ। আমাদের ইনি একবার তাদের হাতে পড়েন মাগের সুখটা টের পান।

অভ। তুমি স্বামীর গায় হাত তোল, তারা তা তোলে না।

বগ। গুণের নিধি বলেছেন বুঝি, আমার নিন্দে না করে জল খান না—আমি তোমার করিছি কি, তোমার বুকে ভাত রেঁদিচি, না তোমার পিণ্ডি চট্‌কিচি, যে যার তার কাছে আমার নিন্দে কর—

পদ্ম। তুমি মার্‌তে পার, আর আমি বল্‌তে পারি নে ?

বগ। আমি তোমারে একা মারি ? আঃ ড্যাক্‌রা ভারতছাড়া—ছোটরাণীর নাম কর্‌তে পার না, সে তোমায় মারে না, সে তোমার মুখে বাসি আকার ছাই তুলে দেয় না;

ছোটরাণীর নাতিগুলো চামরব্যজন, ছোটরাণী হাস্‌লে মাণিক পড়ে, কাঁদ্‌লে মুক্ত পড়ে, চলে গেলে পদ্মফুল ফোটে—

ছোট মাগ পাটরাণী।
বড় মাগ ধানভানানী।

কি বল্‌বো ঠাকুরপো এখানে, তা নইলে এই তেল শুদ্ধ তেলের বাটি মাথায় ভাংতেম।

পদ্ম। বড়রাণী মারেন কি না বুঝ্‌তে পাচ্চো—

বগ। সাদে মারি, তোমার রীতের দোষে মারি—মারি খুব করি, ছোটরাণীকে ভয় কত্তে হবে নাকি, এই মাল্লেম, (সজোরে তেলের বাটি মস্তকে পতন)

অভ। সত্যি সত্যি মার্‌লে বউ।

বগ। আমি বাটি ফেলে মেরিচি, ছোটরাণী হ'লে ঘটি ফেলে মার্‌তো—দেখ্‌লে তো ভাই, ওঁর বিচার তো দেখ্‌লে—আমি কথা কইলে ওঁর গায় পোড়া কাট পড়ে, ছোটরাণী কিল মার্‌লে ওঁর গায় পুষ্পবৃষ্টি হয়।

পদ্ম। (দীর্ঘনিশ্বাস) তোমার বাটির ঘায় সচন্দন পুষ্পবৃষ্টি হচ্চে।

অভ। আহা রক্ত পড়্‌চে যে। বউ একটু তেল দাও।

বগ। মর্‌চি—ও দিক্‌টে বিন্দি পোড়াকপালীর—তার দিকে আমি তেল দিলে কথা জন্মাবে।

পদ্ম। তার দিক্‌টে ভেঙ্গে দিলে কথা জন্মায় না।

বগ। পোড়া কপাল পুড়্‌ছে, তারি দিকে টান্‌চেন—আমার দিকে ভুলেও টানেন না—(পদ্মলোচনের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিতে অঙ্গুরী দর্শন করিয়া) দেখ ঠাকুরপো, তুমিই ভাই এর বিচার কর, এই আংটিটে বিন্দি পোড়াকপালীর বাপ দিয়েছে, ওটা আমার হাতে দেওয়া, ছল ক'রে আমারে অপমান

করা, আমার বাপকে গরিব বলা, আমার বাপকে ছোট লোক বলা, বিয়ের সময় একটা আংটি দিতে পারে নি—

পদ্ম। কি আপদেই পড়িছি। সাদে কি তার আংটি তোমার হাতে দিইচি—বাঁ হাতটায় তেল দিতেছিল, তেল লাগে ব'লে বাঁ হাতের আংটি ডান হাতে দিইচি।

বগ। শুন্‌লি ঠাকুরপো, বিচার শুন্‌লি—যেমন হক্ একটা ভাগ বাঁটা হয়ে গেছে, ডান দিক্‌টে আমার দিকে পড়েছে—ভাগ বাঁটার পর আমার হাতে তার জিনিষ দেওয়া ওঁর কি উচিত—ভালাই চাও তো আংটি খুলে ফেল, নইলে নোড়া দিয়ে আঙ্গুল শুদ্ধ থেঁতো করে ফেল্‌বো।

পদ্ম। এই নাও খুলে ফেল্‌লেম। (অঙ্গুরী দূরে নিক্ষেপ)

বগ। তুমি এখন এক রকম হয়েছ ; আমার প্রতি তোমার আর ভালবাসা নাই, আমায় তুমি আর দেখ্‌তে পার না। বিন্দি পোড়াকপালী তোমায় কি খাওয়ালে, খাইয়ে আমাকে পর করে দিলে। আমার ঘরে আর বস্‌তে চান না। ঘরে না ঢুক্‌তে বলেন আমার হাতে অনেক কাজ, বিন্দির ঘরে ঢুক্‌লে বেরুতে চান না—আমার বিছানায় ছুঁচ ফোটে, না? বিন্দির গদি বড় নরম রাত দিন তাতে পড়ে থাক্‌তে ইচ্ছে করে।

বগলার প্রস্থান।

অভ। ছোট বয়ের দিকে দাদার একটু পক্ষপাত আছে।

পদ্ম। খুঁটোর জোরে ম্যাড়া নড়ে—আমার কাছে ইতর বিশেষ নাই, গহনা দুজনকেই সমান দিইচি, বরং বড়রাণীকে অধিক—তবে কি জান ভাই, ছোটরাণীর বয়েস কম, কাজেই এক ঘণ্টার জায়গায় দু ঘণ্টা বসতে হয়।

অভ। তিনিও কি মারেন?

পদ্ম। জুতোর বাড়ি। বড়রাণীর বাবা।

অভ। ছোট বউ ত এমন ছিলেন না।

পদ্ম। বড় আবাগীর দেখে শিখেছে। এখন বড় হয়েছে আপন গণ্ডা বুঝে নিয়েছে। সে দিন বড়রাণী পিটে করে খাওয়ালে—পিটে তো নয় পেটের পীড়ে—কতকগুলা কাঁচা-তেলমাখা চেলের গুঁড়ি সুমুখে দিয়ে বল্‌লেন পিটে খাও, কি করি ভয়্‌তে ভয়্‌তে খেলেম, জানি, না খেলে পিট থাক্‌বে না—কিন্তু ভাই, এক দিন পিটে খেয়ে তিন দিন পেট ছেড়ে দিয়ে বসেছিলেম। ছোটরাণী ভারের কলসী, ও ছাড়্‌বে কেন, কাল সমস্ত দিন ধরে পিটে কর্‌লে, রেতে আমায় খেতে বল্লে—ছোটরাণী সকল বিষয়েই বড়রাণীর বাবা, পিটে করেচেন যেন কুকুরে উজ্‌ড়ে রেখেছেন। তাই কম করে খেলেম ব'লে কত আবদার, কি করি আবার খেলেম, বল্যেম বড়রাণীর পিটের চাইতে অধিক খেইচি, তবে ছাড়্‌লে। ঝক্‌ড়া, দোকর খরচ, মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, আমার হয়েছে অঙ্গের ভূষণ।

বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ

বিন্দু। পোড়া কপাল পুড়েছে, সত্যি সত্যি ফেলেছে—

পদ্ম। কি ছোটরাণী?

বিন্দু। আমার বিয়ের আংটি নাকি আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছ?

পদ্ম। (স্বগত) সর্ব্বনাশ করিছি। (প্রকাশে) না ছোটরাণি, আমি কি তোমার আংটি ফেল্‌তে পারি, হঠাৎ হাত থেকে এই উঠানে পড়ে গিয়েছে।

বিন্দু। আংটির পা হয়েছে, না আংটি বগী আবাগীর মত

নাফাতে শিখেছে, তাই উঠানে নাফ্য়ে গেল—তোমার মরণদশা ধরেছে তাই এই অলক্ষণগুণো কত্তে আরম্ভ করেছ—বগী আবাগী ঠিক বলেছে, আংটি আঁস্তাকুড়ে দিলে, এই বার ছোটরাণীর মাথায় ঘোল ঢেলে ঢাক বাজাতে বাজাতে বনবাস দেবে।

পদ্ম। বালাই, অমন কথা বল্‌তে নাই।

বিন্দু। তুমি আর বাকি রেখেছ কি? তুমি মর, যমের বাড়ী যাও, আমি বাপের বাড়ী ব'সে একাদশী করি; রাতদিন ঝাঁটা খাচ্ছেন, তবু নজ্জা হয় না; কি বল্‌বো ঠাকুরপো রয়েছে, নইলে নোড়া দিয়ে একটি একটি ক'রে দাঁত ভাংতেম।

অভ। ছোটবউ তুমি রাগ ক'রো না, বড়বউ তোমাকে ক্ষেপ্‌য়েছে।

বিন্দু। পোড়ারমুখোর আস্‌কারা—সে কিনা বলে আমাকে বনবাস দেবে। আমার বনবাস হ'লে উনিও বাঁচেন, তিনিও বাঁচেন। আমি আর এখানে থাক্‌তে চাই না, আমি কালই চলে যাব, তুমি বগীকে নিয়ে নঙ্গনস কর।

পদ্ম। ছোটরাণি, একটু চেপে যাও, অভয় রয়েছে এখানে, মনে ভাব্‌বে কি।

বিন্দু। ওঁরে আমার নজ্জা নিবারণ কর্‌বের কঁত্তা রে—বগী আবাগী যখন পাড়ার লোকের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে তখন ভাতার-গিরি ফলাও না, সে যে শক্ত মাটি দাঁত বসে না।

পদ্ম। তার তিন কাল গেছে এক কাল আছে তাই তারে কিছু বলি না, তুমি বউ মানুষ তাই বলি।

বিন্দু। তোমার আর খোষামুদে কথা বলতে হবে না—তুমি যত ভালবাস তা আমি কাল টের পেইচি।

পদ্ম। কিসে?

বিন্দু। বড়রাণীর পিটে খেয়ে তুমি তিন দিন পেট ছেড়ে দিয়েছিলে, আর আমার পিটে খেয়ে একটিবার ঘটি ছুঁলে না। আমাকে ভালবাস না, তাই আমার পিটে খেলে না।

পদ্ম। মাইরি ছোটরাণি, তোমার পিটে আমি এক পেট খেইচি, বড়রাণীর পিটের ডবোল খেইচি।

বিন্দু। তা হ'লে আজ তোমার গঙ্গাযাত্রা হ'ত। তাঁর পালায় পিটে খেলেন, আমার পালায় পেট ছেড়ে দিলেন; আমার পালায় পিটে খেলেন, তাঁর পালার দিন খুঁটি হয়ে বসে রইলেন।

পদ্ম। তুমি কেন একটু পটলের গেঁড়্ খাওয়ালে না, তা হলে যে ওর পালার দিন মরে থাক্তেম।

বিন্দু। তুমি এমনি নেমক্হারামই বটে, আমি ওঁর জন্যে এত ক'রে মরি উনি ভাবেন আমি ওঁর মরণের চেষ্টা করি।

অভ। দাদা স্নান কর বেলা অনেক হয়েছে।

পদ্ম। শ্বশুরবাড়ী কবে যাবে? লোক এয়েছে নাকি?

অভ। দেরি আছে, যাবার আগে দেখা হবে।

পদ্ম। তোমার শ্বশুরের অন্তঃকরণটা স্বভাবতঃ মন্দ নয়, তবে খোষামুদেরা খারাপ করে তুলেছে।

অভ। তিনি যে সকল মেয়ে প্রসব করেছেন তাঁর গুণে বলিহারি যাই।

অভয়ের প্রস্থান।

পদ্ম। রাগটা পড়েছে কি?

বিন্দু। আমি কার উপর রাগ কর্বো, আমার আছে কে?

পদ্ম। আমি।

বিন্দু। তুমি কি আমার?

পদ্ম। তবে কার?

বিন্দু। বগী আবাগীর।

পদ্ম। তুমি যদি বুঝে দেখ, আমি তোমা বই আর কারো নই।

বিন্দু। বোঝাবুঝি পিটেতিই জান্তে পেরিচি। মত্তে গিচ্‌লেম পিটে কত্তে গিচ্‌লেম।

বগলার প্রবেশ

বগ। হ্যাঁরা ও হাড়হাবাতে প্যাত্‌না, তুই নাকি আমাকে বুড়োহাবড়া বলেছিস্—একেবারে অধঃপাতে গিয়েছ। বিন্দি পোড়াকপালীর আচ্ছা অষুধ, বেশ ধরেছে।

পদ্ম। কে বল্লে?

বগ। অভয় ঠাকুরপো বলে গেল। তোমার নাকি মৃত্যু ঘুন্‌য়ে এসেছে তাই এমনি ক'রে অপমানের কথাগুণো মুখ দিয়ে বার কচ্চো; তুমি এখন আর মানুষ নও, তুমি এখন বিন্দির বাঁদর।

বিন্দু। বগি, তুই বিন্দি বিন্দি করিস্ নে, বল্‌চি ভাল—তোর ভাতার তোরে বুড়ো বলে থাকে তার সঙ্গে বোঝা পড়া কর্‌গে, আমার নাম কর্‌বি বেড়ীপেটা হবি।

বগ। হ্যাঁরা কালামুখ তুই আপনি বল্লি, না বিন্দি তোকে বলালে? কথা কস্ নে যে—বিন্দির দিকে দেখ্‌চিস্ কি—তুই যেমন তারি মতন (মস্তকে প্রকাণ্ড মুষ্ট্যাঘাত)

পদ্ম। বাবারে গিছি, মেরে ফেলেচে আবাগী।

বগ। বুড়ো বল্‌বি আরো গাল দিবি? হ্যাঁরা হাবাৎকুড়ে, হতোচ্ছাড়া, একচকো, পথেপড়া, আঁটকুড়ীর ছেলে, ভাইখাগীর ভাই, মড়িপোড়ানীর জামাই।

বিন্দু। ওরে আমার কুলীনকুমারী, গ্যাদায় মরি, তবু বেটীর বাপ ভিকারি—খুব করেছে বুড়ো বলেছে, আরো বল্‌বে, আর দশ বার বল্‌বে—বুড়োরে বুড়ো বল্‌বে না তো কি খুঁকী বল্‌বে না কি? তিন কাল গেছে এক কাল আছে, এখন এয়েচেন সতীনের ঝক্‌ড়া কত্তে। বৃন্দাবনে যাও, কালামুখি বৃন্দাবনে যাও, দোরে দোরে ভিক্ষে করে বেড়াও—

ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী এইচি বৃন্দাবন।

বগ। ও সর্ব্বনাশি, বিন্দি রাঁড়ি, হতোচ্ছাড়ি, শতেকখোয়ারি নয়ছুয়ারি, মড়িপোড়ানীর মেয়ে, তোর বড় বৃদ্ধি হয়েছে, এত বৃদ্ধি ভাল নয়, তোর মরণবাড় বেড়েছে, আর দেরি নাই, পড়্‌লি, পড়্‌লি পড়্‌লি; ছোট মুখে বড় কথা জেয়াদা দিন থাকে না। আমি বুড়ো হ'লে তোর ভাতার বুড়ো হ'ত না? না তোর ভাতার দিদি বিয়ে করেছিল?

বিন্দু। তোকে আর জন্মে বিয়ে করেছিল।

বগ। দূর আবাগি ভালখাগি, মড়িপোড়ার ঝি; মড়িঘাটায় তোর বাপ কাট যোগায়; পোড়াকপালে অনামুখ টাকার লোভে মড়িপোড়ার মেয়ে বিয়ে কল্যে, ম'লে কাটের দাম নেবে না—বিন্দি রাঁড়ি তোর মড়িপোড়া বাবাকে ব'লে দিস্, আমি ম'লে কাঠগুণো যেন শুক্‌নো দেয়।

বিন্দু। তুমি ম'লে গোর দেবে, কাট লাগবে না।

বগ। গোর দেবে তোর বাপ্‌কে আর তোর বাপ্‌বয়সি ভাতারকে। ভালখাগি তুই যে ভাতার ভাতার করিস্, তোর ভাতারে আর আছে কি, ওতে কিছু বস্তু রেখেছি। তোর পাঁচ বৎসর আগে আমার বিয়ে হয়েছে, আমি পাঁচ বৎসর একা ভোগ করিচি, তার পর রগ্‌ড়ে মগ্‌ড়ে নিংড়ে চিংড়ে সাদা ফ্যাক্

ফ্যাক্ ফেঁসোওটা আঁবের আঁটিটে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিইচি, তুই কাটকুড়ানীর মেয়ে সেইটে কুড়িয়ে নিয়ে খাচ্চিস্।

বিন্দু। তবে ভাগ ভাগ ক'রে মরিস্ কেন, ওলো পাড়া-কুঁছলি পাঁটিবেচার মেয়ে, তোর বাপ পুঁটিমাচের মত টাকা গুণে নিয়ে তবে তোকে বেচেছিল, যখন দেখ্‌লে তুই হিজ্‌ড়ে আমাকে বিয়ে কল্যে।

বগ। ওলো পোড়াকপালি, তোকে বিয়ে করে নি, তোকে নিকেও করে নি, তোকে রেখেছে—বাবুরা মেগের বয়স হ'লে যেমন রাখে, তেম্‌নি তোকে রেখেছে। তুই বারেণ্ডায় চিক্ ঝুল্‌য়ে দে, মেজেয় সাদা বিছানা কর্, তাকিয়ে বসা, বাঁধা-হুকোগুণো মেজে ঘসে রাখ্, খাটে ছুই হাত পুরু গদি পাৎ, পায় বারগাছা মল দে, পাছাপেড়ে শাড়ী পর্, ফিরিঙ্গি করে খোঁপা বাঁধ্, বেঁধে বাবুকে নিয়ে সন্ধ্যার পর একটু পোর্ট খেয়ে মত্ত হ, আর লুক্‌য়ে লুক্‌য়ে বাবুর মুখে চুন কালি দে।

বিন্দু। ভিক্ষা দাওগো ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী এইচি বৃন্দাবন!

বগ। ওরে আমার শ্যালকাঁটা ফুলের কলি রে, ওরে আমার ডাবনারকেলের ন্যাওয়াপাতি, ওরে আমার মড়িপোড়ানীর কম্‌লে বাচুর ; বাছার বুঝি দাঁত ওঠে নি, বাছা বুঝি মাড়ি দিয়ে কাম্‌ড়াচ্চে—ও আবাগি, সরে যা, ও পোড়াকপালি বুড়ো ভাতারের কাছ থেকে সরে দাঁড়া, কেমন কেমন দেখায়, বাপ ঝি বলে ভুল হয়—

আমি ফচ্‌কে ছুঁড়ী, ফুলের কুঁড়ি মড়িপোড়ানীর ঝি,
বিয়ের পরে বুড়ো ভাতারকে বাবা বলিছি।

(পদ্মলোচনের দাড়ি ধরিয়া নৃত্য)

আমি ফচ্‌কে ছুড়ী, ফুলের কুঁড়ি মড়িপোড়ানীর ঝি,
বিয়ের পরে বুড়ো ভাতারকে বাবা বলিছি।

বিন্দু। (পদ্মলোচনের নাসিকায় কিল মারিয়া) তুই কেন আমাকে বিয়ে করেছিলি, তোর জন্যেই ত আমার এ ব্যাখ্যানা সইতে হয়—থাক্ তোর বুড়ীকে নিয়ে, আমি বাপের বাড়ী যাই।

বিন্দুবাসিনীর প্রস্থান।

পদ্ম। বড়রাণী তোমার জিঁত। তুমি হাজার হক্ আমার সময়ের মাগ—

বগ। তোমার আর গোড়া কেটে আগায় জল দিতে হবে না।

পদ্ম। আমি তোমাকে এক দিনও অমান্য করি নি, তুমি যখন যা চাও তাই দিচ্চি, তোমার শ্রীচরণের চুট্‌কি হয়ে পড়ে আছি।

বগ। তোমার আর ভাতারগিরি ফলাতে হবে না, তুমি ভাতারও না ভাতারের ভা-ও না; ভাতার বলি ও-বাড়ীর বট্‌ঠাকুরকে, বড়দিদির আঁচল ধরে বেড়ায়—

পদ্ম। (গীত) আয় আমার অঞ্চলের নিধি
আঁচল ধরে পিছে পিছে—

বগ। পোড়ারমুখ, মরে যাও।

পদ্ম। যশোদার নীলমণি যেমন,
ননী খায়তো নেচে নেচে।

বগ। আমি পাগলও নই ছন্নও নই যে কথায় কথায় আমাকে ঠাট্টা কর্‌বে।

পদ্ম। সন্ধ্যা হলো এখন স্নান হলো না।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বেলডেঙ্গা, অভয়কুমারের ঘর

পদ্মলোচন এবং অভয়কুমারের প্রবেশ

অভ। লোকের উপর লোক, লোকের উপর লোক, আর না যাওয়া ভাল দেখায় না, বিশেষ তোমার অনুরোধ, কাল যাব—যাওয়া মাত্র, অধিক দিন সেখানে থাক্‌তে হবে না—মাগটি গ্যাদায় গদ গদ, স্বামী চাকর বাকরের সামিল। বাইরে থাক্‌বের স্থান নাই, কাজেই চলে আস্‌তে হবে।

পদ্ম। জামাই বারিক।

অভ। জামাই বারিকে রাতদিন প্রেতকীর্ত্তন হচ্চে—কেউ সখীসম্বাদ গাচ্চেন, কেউ পাঁচালির ছড়া বল্‌চেন, কেউ গাঁজা টিপ্‌চেন, কেউ গুলি খাচ্চেন।

পদ্ম। তুমিও তো গুলি খাও।

অভ। জামাই বারিকে বাস কত্তে গেলে গুলি খেতে হয় আর দাড়ি রাখ্‌তে হয়।

পদ্ম। জামাই বারিকটে আমার দেখা হয় নি।

অভ। একটা বড় ঘর। জামাইবাবুরা শালা বাবুদের বৈঠকখানায় বস্‌লে শালা বাবুদের লজ্জা বোধ হয়, তাই কর্ত্তাবাবু বাড়ীর পাশে একটা বড় ঘর তৈয়ের করে দিয়েছেন, সব জামাইরা সেইখানে থাকে; জামাই, ভাইঝি-জামাই, ভাগ্নিজামাই, নাত্‌জামাই, জামায়ের জামাই, সব সেই ঘরে থাকে।

পদ্ম। এখন কতগুলি আছে?

অভ। সাড়ে বায়ান্ন জন।

পদ্ম। আবার আদ্ পেলে কোথায় ?

অভ। চাপরাস হারাণে জামাইগুলোকে আদ্ বলে গুন্‌তি করে।

পদ্ম। রাত্রিতে শোবার সরঞ্জাম আছে ?

অভ। আছে বই কি—তিন কুড়ি খাট্ আছে—দড়ি দিয়ে ছাওয়া—তিন কুড়ি বালিশ আছে, তিন কুড়ি পাশবালিশ আছে ; সব জামাইদের এক একটা ডাবা হুঁকো আছে, কলিকেও একটা ক'রে ; তামাক, টিকে, আগুন এক কোণে থাকে, এক জন চাকরের জিম্মা, তার হুকুম আছে তামাক দেবে ; গাঁজা গুলি চরস নিজে নিজে সেজে খাও।

পদ্ম। ক দিন অন্তর বাড়ীর ভিতর যেতে পায় ?

অভ। তিন দিন, চার দিন, কেউ কেউ হপ্তা, কেউ কেউ মাস, কেউ কেউ বৎসর।

পদ্ম। কষ্ট বড়।

অভ। কষ্টের চূড়ান্ত। যদি খাবার সংস্থান থাকে, তা হ'লে কি আর সেখানে যাই। বিশেষ, গুলিটে অভ্যাস করে পরাধীন হয়ে পড়িছি, জামাই বারিকে অক্লেশে গুলির উপযুক্ত আহার মেলে।

পদ্ম। তবে দাঙ্গাফেসাত আর ক'রো না, মান্‌য়ে জুন্‌য়ে গিয়ে সেখানে থাক।

অভ। আমার ত তাই ইচ্ছে তা আমারে যে রাখে না।

পদ্ম। কে ?

অভ। মাগ্ মনিব। এবারে যদি কিছু অহঙ্কারের চিহ্ন দেখি তা হ'লে তার মুখে নাতি মেরে বৃন্দাবনে চলে যাব।

পদ্ম। ভায়া আমাকে সঙ্গে নিও, আমি ডবোল মার আর

খেতে পারি নে। আবাগীরে পালা উঠ্‌য়ে দিয়েছে; এখন জোর যার মুল্লুক তার, টানাটানি ক'রে যে নিতে পারে। আমি সন্ধ্যার পর এবাড়ী ওবাড়ী বসে গল্প করি তার পর রাত তুই প্রহর হ'লে বাড়ী যাই, তুই আবাগী ঘুম্‌য়ে থাকে, যার ঘরে ইচ্ছে তার ঘরে ঢুকি। জেগে থাক্‌লে শম্ভু নিশম্ভুর যুদ্ধ হয়।

অভ। দাদা, এখন রাত হয় নি, এখন বাড়ী গেলে তোমাকে কুকুরমারা কর্‌বে, এস তুই ভাইতে গিয়ে আহার করি, তার পর রাত অধিক হ'লে বাড়ী যেও।

পদ্ম। আচ্ছা ভাই।

প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বেলেডঙ্গা, পদ্মলোচনের দরদালান

বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ

বিন্দু। (স্বগত) আজ ভোর পর্য্যন্ত জেগে থাক্‌বো। অনেক রেতে বাড়ী আসেন, আর গুঠ্ ক'রে বগীর ঘরে যান। আজ যেমন আস্‌বে অমনি গলায় গামছা দিয়ে ঘরে নিয়ে যাব। বগী আবাগী ঘুম্‌য়েছে, সাড়াশুড়ি আর পাচ্চি নে। আমি দোর ভেজিয়ে দোরের আড়ালে দাঁড়্‌য়ে থাকি।

প্রস্থান।

বগলার প্রবেশ

বগ। বিন্দি পোড়াকপালী ঘুম্‌য়েছে। আজ যেমন আস্‌বে ওমনি ঘরে নিয়ে যাব। একটু ফাঁক পায় আর বিন্দি

আবাগীর ঘরে ঢোকে। আবাগী কি চালপড়া খাওয়ালে আমার বুক থেকে মিন্‌সেরে যেন ছিঁড়ে নিলে। এখন ইচ্ছেয় তো আমার ঘরে যায় না, ধরে বেঁধে যত নে যেতে পারি। আমি ঘরে গিয়ে বসি। যাই আস্‌বে আর গলায় আঁচল দিয়ে টেনে নিয়ে যাব।

প্রস্থান।

চোরের প্রবেশ

চোর। এরা সব ঘুম্‌য়েছে, এই বেলা মাল সরাবার সময়—বড় ঘরে ঢুকি।

বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ

বিন্দু। (চোরের গলায় গামছা দিয়া ঝাটা মারিতে মারিতে) তবে রে পোড়ারমুখো ড্যাকরা, এই তোমার ভালবাসা, ভুলেও কি একদিন আমার ঘরে যেতে নাই; আমি ঘুম্‌য়ে পড়ি, আর উনি টিপি টিপি বড়রাণীর ঘরে যান, বড়রাণীর হুদ বড় মিষ্টি, ছোটরাণীর হুদে গোবরের গন্ধ; মুখ ঢাকিস্‌ কেন? (নাসিকার উপরে কিল) তোর আজ হয়েছে কি, তোকে আমার বিছানায় শুইয়ে ঘটির বাড়ি মাতা ভেঙ্গে দেব।

বগলার প্রবেশ

বগ। (চোরের গলায় অঞ্চল দিয়া ঝাঁটা মারিতে মারিতে) বলি ও পোড়ার বাঁদর, বেদে চোর, যাচ্চো কোথায়; এদিকে এস; আমিও তোর মাগ্‌, আমাকেও বিয়ে করেচিস; ওকেও যেমন দেখিস্‌ আমাকেও তেমনি দেখতে হয়। আমি তো আর তোর মার পেটের ব’ন না যে আমার বিছানায় শুলে

তোমার সমন্বয় কর্‌তে হবে ? আয় ড্যাকরা ঘরে আয়, (পৃষ্ঠে কিল) আয় ড্যাকরা ঘরে আয়। (কিল)

বিন্দু। আরে পোড়ারমুখ কোথায় যাও—আজ তোমারে যমে ধরেছে, যমের হাত ছাড়াতে পার্‌বে না—তবু যে যাস্‌ হ্যাঁ রা বেহায়া বেইমান। (ঝাঁটা প্রহার) পোড়ারমুখে বাক্যি হরে গিয়েছে, মৌনবতী হয়েছেন। (নাসিকার উপর কিল)

বগ। ছোটরাণীর কিলগুণো বড় মিষ্টি, আর আমার কিলগুণো তেতো, তাই ছোটরাণীর দিকে ঢল্‌কে পড়্‌চো—পড়াচ্চি তোমাকে, বঁটি এনে তোমার নাক কেটে নিই।

পদ্মলোচনের প্রবেশ

পদ্ম। বাড়ীর ভিতর এত গোলমাল কেন রে—তুই আবাগী কাটাকাটি করে মরচিস্‌ না কি ? মর্‌ আপদ যাক্‌ ; আমি বলি ঘুম্‌য়েছে, ঘুম কোথা বুনো মহিষের যুদ্ধ বাদ্‌য়েছে।

বগ, বিন্দু। (চোরকে ছাড়িয়া) তবে এ কে ?

পদ্ম। তোরা ভাতার গড়্‌য়ে ঝক্‌ড়া কচ্চিস্‌ না কি ?

বগ। তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে, এমন ঝাঁটাগুণো বৃথা গেল, এমন জোরের কিলগুণো বাজে খরচ হয়ে গেল।

পদ্ম। তুই ব্যাটা কে রে ?

বিন্দু। চোর চুরি কর্‌তে এয়েছে। টিপি টিপি বগীর ঘরে যাচ্চিল, আমি বলি তুমি যাচ্চো, গলায় গামছা দিয়ে তাই মার্‌তে লাগ্‌লেম, তার পর বগী এসে যোগ দিলে।

পদ্ম। ওরে ব্যাটা সিঁদেল চোর, আমার ঘরে এয়েছ চুরি কত্তে, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা রা হারামজাদা—চল্‌ ব্যাটা চল্‌ তোকে পুলিসে দেব—

চোর। মশাই গো, পুলিসে দেবেন না—এক দিনের মার বাঁচ্‌য়ে দিলেম।

পদ্ম। তুই ব্যাটা চোর তো?

চোর। আমি চোর, না তুমি চোর।

পদ্ম। আমি চোর হলেম কিসে?

চোর। তা নইলে রোজ রোজ সাত চোরের মার হজম কর কেমন ক'রে?

পদ্ম। এ কথা তুমি বল্‌তে পার।

চোর। আমি বিশ বছোর চুরি কচ্চি এমন বিপদে কখন পড়ি নি; বাপ্ যেন চর্‌কি ঘুর্‌য়ে দিলে। জান্‌তেম ভাল মান্‌ষের মেয়েদের হাত নাকি ফুলের মত নরম, ও মা কোথায় যাব, এনাদের হাত যেন ফালপেটা হাতুড়ি।

পদ্ম। আচ্ছা বাপু আমি নেমক্‌হারামি কত্তে চাই নে, তোমাকে ছেড়ে দিলেম, তুমি বাড়ী যাও।

চোর। এঁরা আর এক চোট্ লেবেন।

চোরের প্রস্থান।

পদ্ম। তোদের জ্বালায় আমি কি দেশত্যাগী হব—তোরা চোরের সঙ্গে লড়াই দিস্ তোদের সাহস কি, এই রাত ঝাঁ ঝাঁ কচ্চে, গ্রামের লোক নিশুতি, সাড়া শব্দটি নাই, তোরা কি না এই রাত্রে চোর নিয়ে রণ বাদ্‌য়েচিস্—আমি আজ কারো ঘরে যাব না এই দরদালানে পড়ে থাক্‌ব।

বিন্দু। বুঝিচি, তোমার ফিকির আমি বুঝিচি—আমি ঘরে যাব আর তুমি বগী আবাগীর ঘরে ঢুক্‌বে।

পদ্ম। তুমি কেন আমার কাছে বসে থাক না।

বগ। বগী আবাগী ভেসে যাক্।

পদ্ম। তুমি না হয় চৌকি দাও। (উপবেশন)

বগ। আমার বেঁলা চৌকি দাও, আর বিন্দির বেঁলা কাঁছে বঁস—আ পোড়াকপালে একচকো; তোমার মুণ্ডুটো আজ ঝাঁটার গোড়া দিয়ে গুঁড়ো কত্তেম তা চোর ব্যাটা এসে সতীন হলো—ছোঁটরাণি আমার কাছে ব'স, ছোঁটরাণি, আমার গায় হাত বুলাও, ছোঁটরাণি আমার অন্তজল কর—পোড়ারমুখ, মরে যাও, ছোটরাণীর কোল খালি হক্—বলে

স্থয়ো মেগের ষোল আনা ছুয়োর নামে নাই,
একচখো ভাতারের মুখে বাসি আকার ছাই।

বিন্দু। ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী এইচি বৃন্দাবন।

বগ। বিন্দি পোড়াকপালি তুই আর কথা কস্ নে, পোড়ারমুখ যদি বুঝতে পেরে থাকে তোকে ত্যাগ করবে—ও তো চোর না, তোর নাগর, তুই পোড়াকপালি বড় খেলয়ার, নাগর ব'লে আন্‌লি, চোর ব'লে ছাপালি—

বিন্দু। ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী এইচি বৃন্দাবন।

বগ। কালামুখী কচিখুকী হুদ তুল্‌চেন; এতক্ষণ মন-চোরার গায় হুদ তুল্‌লেন, এখন ভাতারের গায় হুদ তুল্‌চেন—

বিন্দু। ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী এইচি বৃন্দাবন।

বগ। আজ থেকে তুই আর ভাতার পাবি নে, আমি এই ভাতারের কাছে বস্‌লেম। (পদ্মলোচনের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া উপবেশন।) ওকে বিষ খাইয়ে মারবো তবু তোকে দেব না—ভাতার যমকে দিতে পারি তবু সতীনকে দিতে পারি নে।

বিন্দু। তোর ভাগের দিকে তুই বস্‌লি, তাতে কি আমি কথা কই; আমার ভাগ ছুঁবি তো ঝাঁটার বাড়ি খাবি—

বগ। ছোঁব না তো কি তোকে ভয় কর্‌বো, এই ছুঁলেম। (পদ্মলোচনের বাঁ পায় এক কিল)

বিন্দু। আমার পায় তুই এক কিল মার্‌লি, আমি তোর পায় দুই কিল মারি। (পদ্মলোচনের ডান পায় দুই কিল)

বগ। তবে তোর পায় তিন কিল—(বাঁ পায় তিন কিল)

বিন্দু। তোর পায় এই চার কিল। (ডান পায় চার কিল)

বগ। বটে রা সর্ব্বনাশি, তবে দেখ্‌বি না কি কেমন করে তোকে রাঁড় করি—(বঁটি লইয়া পদ্মলোচনের বাঁ পায় এক কোপ)

বগলার প্রস্থান।

পদ্ম। পা-টা একেবারে গিয়েছে, দু আঙ্গুল কোপ বসেছে—উত্থানশক্তি রহিত।

বিন্দু। আহা পোড়াকপালী মাচ কোটা ক'রে কেটে ফেলেচে—এস তোমায় আমি টেনে ঘরের ভিতর নিয়ে যাই।

প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কেশবপুর জামাই বারিক

চারি জন জামাই আসীন

প্রথম জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) আমি ভাই আজ এক মাস বাড়ীর ভিতর যাই নি, প্রেয়সী আমাকে ডাইভোর্স কল্যেন না কি।

দ্বিতীয় জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) হয়েছিল কি?

প্রথম জা। বাল্‌সেছিলেন তা আড়াই দিনে সেরে গিয়েছে; আজ এক মাস কুঁড়েপাতর লুস্‌চেন, বর্‌মা পনির মত ছুটে বেড়াচ্চেন, আমি বাড়ীর ভিতর যেতে চাইলেই গিন্নি বলেন কাহিল।

তৃতীয় জা। তোমার তবু একটা অছিলা আছে, আমি আজ দশ দিন জামাই বারিকের বরেগা গুণ্‌চি, আর তিনি সুস্থশরীরে খোসমেজাজে একা খাটে পড়ে আছেন। আমি পাঁচিকে রোজ বলি, পাঁচি আমার নামের পাসখানা নিয়ে আয়, আমি আজ বাড়ীর ভিতর যাব, তা বলে তোমার নামের পাস দিতে চান না।

দ্বিতীয় জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) কদিন্ এখানে ছিলাম না এর মধ্যে অনেক কাণ্ড হয়ে গিয়েছে দেখ্‌ছি যে—পাসগুলিন থাকে কোথা?

চতুর্থ জা। গিন্নির ঘরে। যারে যারে তিনি বোঝেন বাড়ীর ভিতর যাবার যোগ্য তার তার নামের পাস পাঁচির কাছে দেন, পাঁচি জল খাওয়ার সময় দিয়ে যায়।

দ্বিতীয় জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) বিনা পাসে যাবার যো নাই ?

তৃতীয় জা। না।

দ্বিতীয় জা। কোন দিন চেষ্টা করেছিলে ?

তৃতীয় জা। আমি এক দিন বিনা পাসে যাবার চেষ্টা করেছিলেম, মাজের দরজার দরওয়ান ব্যাটা পাস দেখ্‌তে চাইলে, দেখাতে পাল্লেম না, অর্দ্ধচন্দ্র আহার করে ফিরে এলেম।

প্রথম জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) সময় না হলে আর আমাদের দরকার হয় না—আমরা যেন ভাই কুক্ সাহেবের আড়গড়ার মেল্ গ্যাণ্ডার ফিমেল্ গুস্—

দ্বিতীয় জা। সাবাস দাদা বেশ বলেছ—কি বল্‌বো গাঁজা টিপ্‌চি তা নইলে শেক্‌হ্যাণ্ড কত্তেম—নেভার মাইন, কেনি দাও। (কনুইতে কনুইতে ঘর্ষণ) শালাবাবুদের পাস নাই ?

চতুর্থ জা। তাদের হ'ল বাড়ী, তারা যখন মনে করে তখন বাড়ীর ভিতর যায়—বউমাদের পাস আছে বটে, তাঁদের কতকটা আমাদের দশা।

তৃতীয় জা। সে কদিন ? যে কদিন খাঁড়া ধরতে না শেখে, তার পর জোর করে কেল্লা দখল করে।

দ্বিতীয় জা। (গাঁজা টানিয়া গীত)

(বাউলে স্থর, তাল একতালা।)

মার দম্ কসে দম্ গাঁজার কল্‌কে তুলে,
না খেয়ে রয়েছে আমার পেট্‌টা ফুলে ;
গাঁজা সেজে খাই, কত মজা পাই,
কেহ নাই মোর বাপের কুলে।
অভাগা কপাল, কান্তা যেন কাল
প্রহারে পয়জার ধরিয়ে চুলে।

প্রথম জা। (গাঁজা টানিয়া গীত)

(রাগ সিন্ধু জঙ্গলা, তাল খেমটা।)
বল কি হবে মিছে ভাবিলে এখন,
ভাবিতে উচিত ছিল বিবাহ যখন।
অষ্টরম্ভা বাপের বাড়ী, দু বেলা চড়ে না হাঁড়ি,
তাইতে আসি শ্বশুরবাড়ী, করি কাল যাপন।

দ্বিতীয় জা। নিবারণকে ডাক্ না ভাই, সাত কাণ্ট রামায়ণ শোনা যাক্।

তৃতীয় জা। তারা খোলা ছাতে গুলি খাচ্চে—ঐ এয়েচে।

পাঁচ জন জামাইয়ের প্রবেশ

দ্বিতীয় জা। নিবারণ একবার সাত কাণ্ট রামায়ণটা শুন্য়ে দাও।

পঞ্চম জা। ক্ষেতি কি বাবা—বেদী করে দাও।

প্রথম জা। এই তোমার বেদী (একখানি খাটে গুটিকত লেপ পাতন।)

দ্বিতীয় জা। তবে বেদীতে আরোহণ কর।

পঞ্চম জা। কিছু ভাল লাগ্চে না বাবা, মাগ মহাশয় রাগ করেচেন, পাচ দিন পাস পাই নি।

দ্বিতীয় জা। নেভার মাইন, রামায়ণ আরম্ভ করে দাও, আজ পাস পাবে।

পঞ্চম জা। (বেদীতে উপবেশনানন্তর) এক নিশ্বাসে সাত কাণ্ট রামায়ণ বলা সাধারণ বিদ্যার কর্ম্ম নয় বাবা। তবে শোন,—ঐ যে রোজ সকাল বেলা অর্থাৎ যামিনী বিগতা হ'লে পূর্ব্ব দিকে, পরমরুণয়া পশ্যতি দৃশাং, ভারি লাল, রক্তবর্ণ, হিঙ্গুলের মত, কাঁচা সোণার ন্যায়, একখান চক্‌মকে থাল উদয়

হয়, ওটা সূর্য্য—তোমরা ভাব ও ব্যাটা কেবল সকালে উদয় হয়ে সমস্ত দিন আপিসের কাজ চাল্‌য়ে সন্ধ্যার সময় বাড়ী যায়, এমন নয়, ওর একটা বংশ আছে, তার নাম সূর্য্যবংশ। বংশটা ভারি বংশ, এখন নির্ব্বংশ। এই সূর্য্যবংশে, দশরথ নামে এক রাজা ছিল, মহাবলপরাক্রম ভূধর মহীধর ধরাধর সাগর নাগর ডাগর রাজা; অন্দরমহলে রাণীর পাল। পালঝাড়া রাণী, অর্থাৎ সকলেই বন্ধ্যা, একটিরও গর্ভ হয় না, বাড়ীতে ছেলের ভাঁজ নাই।

রাজা যাগ যজ্ঞ হোম নৈবিদ্দি স্বাস্থ্যরক্ষা কুশাসন সাগরমন্থন গন্ধমাদন কত কল্যেন কিছুতেই রাণীদের গর্ভের সঞ্চার হ'ল না। রাজা ভেবে ভেবে চিন্তাজ্বরো মনুষ্যাণাং। তখন কুক সাহেবের আড়গড়া হয় নি, কি উপায়ে বংশ রক্ষা করেন।

তৃতীয় জা। জামাই বারিক ছিল না?

পঞ্চম জা। রাণীদের সঙ্গে জামাই বারিকের শাশুড়ী সম্পর্ক, থাক্‌লেই বা কি হতো—রাজা কিংকর্ত্তব্য অনূঢ়া হয়ে খুব গ্যাটাগোঁটা অকালকুষ্মাণ্ড গোচ একজন ঋষিকে আনালেন, তার নাম রসশৃঙ্গ; ঋষিবর যোগ আরম্ভ কর্‌লেন। বাবা কার দ্বারা কি হয় কে বল্‌তে পারে, রসশৃঙ্গ তপোবনে ফিরে না যেতে যেতে মহারাজের চার কুমার উত্তমাশা অন্তরীপের ন্যায় বিহার কত্তে লাগ্‌লো। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন। ছেলে চারটেকে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে লিখ্‌তে দিলে। অল্প কালের মধ্যে ছেলেগুলো আমাদের শালাবাবুদের মত পদ্মপলাশ-লোচনবৎ ফুলে উঠ্‌লো। পরীক্ষার দিন উপস্থিত, রাজা কড়াংকেতে আপামর সাধারণ পারদর্শী, তাই নিজে জিজ্ঞাসা কর্‌বেন। রাম উপস্থিত, রাজা জিজ্ঞাসা কল্যেন "পঞ্চাশ কড়া"? রাম বল্যে "বার গণ্ডা দু কড়া," রাজা রামের গালে

একটা প্রচণ্ড চড় মারিয়া বল্যেন “তোর কিছু বিদ্যা হয় নি তুই বনে যা”। লক্ষ্মণ উপস্থিত—“পঞ্চাশ কড়া” ? “সাড়ে বার গণ্ডা”—প্রচণ্ড চড় মারিয়া রাজা বল্যেন যা ব্যাটা তুইও বনে যা। ভরত শত্রুঘ্ন উপস্থিত—“পঞ্চাশ কড়া” ? দুই জনে একবারে বল্যে “পাঁচ গণ্ডা সাত কড়া”—রাজা একটু মুচ্‌কে হেসে বল্যেন “যা তোরা রাজা হগে”।

রাম লক্ষ্মণ পিতৃআজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হওয়া নিতান্ত মূঢ়ংমতি বিবেচনায় পঞ্চবটীর বনে উপসংহার করিয়া ডেরাডাণ্ডা ফেল্‌লেন। সেখানে সাঁওতালনন্দনদিগের সহিত হেঁড়েডুডু, নবীন তুড়কি, কপাটি কপাটি, ডাণ্ডাগুলি খেল্‌তে লাগ্‌লেন, অল্প দিনের মধ্যে সুমেরু শিখর নিকর পরাজিত দিগ্বিজয়ী বীর হয়ে উঠ্‌লেন। ইতিমধ্যে কিচ্‌কিন্দা অধিপতি বালি রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরিণয় উপলক্ষে তাঁহার বৈঠকখানায় নৃত্য করিবার জন্য এক জোড়া খ্যাম্‌টাওয়ালি উপস্থিত হয়। নাচ আরম্ভ হয়েছে—বালি রাজা সিংহাসনে বক্রভাবে দীর্ঘ লাঙ্গুল উচ্চ করিয়া উপবিষ্ট ; দুই পার্শ্বে হনুমান, জাম্বুবান, নল, নীল, গয়, গবাক্ষ প্রভৃতি লোমাচ্ছাদিত উচ্চপুচ্ছধারী মহোদয়গণ চেয়ারে বেঞ্চে কোচে বিরাজ কচ্চেন ; জরির টুপি, মরেসা, শ্যামলা, কিংখাপের চাপকান, সাটিনের চায়না কোটে বানরকুল ঝলমল। রাম লক্ষ্মণ টিকিট পেয়েছিল—তারাও সভায় উপস্থিত—বুনোদের সঙ্গে থেকে ছোঁড়া দুটোর স্বভাব বিক্‌ড়ে গিয়েছিল—বালি রাজাকে বল্যে খ্যাম্‌টাওয়ালি দুটোকে আমাদের দাও, বালি বল্যে দেব না—ঘোর যুদ্ধ—বালি রাজা বধ। খ্যাম্‌টাওয়ালি দুটোকে দু ভাইতে ভাগ করে নিলে ; যেটার নাম সীতা সেটা নিলে রাম, যেটার নাম সূর্পণখা সেটা নিলে লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ সভার্য্যাভ্রান্তরে শুচি হইয়া পঞ্চবটীর বনে আগমন

করে দেখেন সূর্পণখা মায়াবিনী রাক্ষসী, রাবণের ভগিনী—তৎক্ষণাৎ গজরাজবিনিন্দিত বারিদবৃন্দপরাজিত রজকরঞ্জন গর্দ্দভবৎ চীৎকার শব্দ কর্‌লেন, নয়ন দিয়া ক্রোধানল, হোমানল, দাবানল, বাড়বানল, বিরহানল, কামানল বাহির হইতে লাগ্‌লো—বল্যেন পাপীয়সি, কালামুখি, কলঙ্কিনি, কুরঙ্গনয়নি, কাঙ্গালিনি, তুমি দূর হও; এই বলে তার নাক কাণ কেটে নিয়ে তাকে বিদায় করে দিলেন। লঙ্কার রাবণ রাজা শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো,—ছল করে রামের সীতা হরণ করে নিয়ে গেল, রাম বাতাহত কদলীবৎ মাতায় হাত দিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।

রামটা ভ্যাবাগঙ্গারাম; লকার বুদ্ধিটে খর্জ্জুরকণ্টকবৎ তীক্ষ্ণ, ছল বল তুর্ব্বল কল কৌশল তার সকলি হস্তগত—বল্যে দাদা তুই কাঁদিস্ কেন? পাঁচ পয়সার টিকে কিনে আন্, আর পাঁচ বুড়ি পাকা কলা সংগ্রহ কর্, আমি তোর সীতা উদ্ধার করে দিচ্চি। রাম তাই কল্যেন। লক্ষ্মণ হনুমানদিগকে এক একটি কলা দিয়ে বশীভূত করে তাদের লেজে এক একখান টিকে ধর্‌য়ে বেঁধে দিলে। তার পর বল্যে যাও সব লঙ্কার চালে গিয়ে বস। হনুমানেরা কলা খেয়েচেন কলার কাজ না কল্যে কৃতঘ্নতা হয়—হুপ্ হুপ্ করে লঙ্কার চালে বস্‌লো আর লঙ্কা দগ্ধ হয়ে গেল। রাবণ সবংশে নিপাত—বেড়া আগুন পালাবার যো নাই—লঙ্কা ছারখার, সীতা উদ্ধার। ইতি সাতকাণ্ড রামায়ণং সমাপ্তমিদং। এই হচ্চে রামায়ণ, তা বেদীতে বসেই বলো আর চামর হাতে করেই বলো।

তৃতীয় জা। বাল্মীকির সঙ্গে মেলে না।

পঞ্চম জা। বেল্লিকের রামায়ণ বাল্মীকির সঙ্গে মিল্‌বে কেন? কিন্তু মূল এই।

পাঁচ জন জামাইয়ের প্রবেশ

চতুর্থ জা। বনমালী এয়েচে, এবারে পিরের গান হক্।

ষষ্ঠ জা। চার জন দোয়ার চাই।

চতুর্থ জা। জামাই বারিকে দোয়ারের ভাবনা নাই।

ষষ্ঠ জা। (চামর মন্দিরা লইয়া চার জন জামাইয়ের সহিত গীত।)

মাণিকপির, ভবপারে যাবার লা,
জয়নাল ফকিরি নেলে ফেনি খালে না,
মাণিকপির—

ষষ্ঠ জা। আল্লা আল্লা বল রে ভাই নবি কর সার,
মাজা দুল্‌য়ে চলে যাবা ভবনদীর পার।

চার জন জা। মাণিকপির—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। শুন রে ভাই বিররণ, লবদ্বারে আছে জীবন,
কখন যে পালাবে বল্‌তে নাহি পারি;
কোরাণেতে বয়েদ আছে, দুনিয়েটা ক্যাবল মিছে,
খোদার নাম বিনে জান্‌বা সকলি ঝক্‌মারি।
ব্যানে বিকেলে দুপহরে, জরু ছাবাল সাতে করে,
নামাজ পড়্‌বা মনড়া করে স্থির;
মানী লোকের রাখ্‌বা মান, গোরিব লোককে করবা দান
দরগায় গিয়ে ফয়তা দেবা ক্ষীর।
আপন গোণ্ডা বুঝে লেবা, পরের গোণ্ডা পরকে দেবা,
বড় গোনা কেজ্‌য়ে করা কাজিকো হয়রাণি।
পির প্যাকম্বর মাথায় ধরা, অন্ধকারে দেখে তারা,
হুসিয়ার্‌ছে কাম্ করনা ছোড় কে শয়তানি।
ঝট্‌বাৎমে না দেবা দেল্, সত্যছে বানাবা এক্কেল,
ভক্তিভাবে কর্‌বা পূজো বাপ্‌ মার চরণ।

গোনা বরাবর্ নাইকো বিষ, ভনে দ্বিজ গোলামনবিস্,
এই তো ধরম শাস্ত্রের লেখন।

চার জন জা। মাণিকপির—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। সুবুদ্ধি গোয়ালার মেয়ে কুবুদ্ধি ঘটিল,
বেসালির ভিতর দুগ্ধ রেখে পিরকে ফাঁকি দিল।

চার জন জা। মাণিকপির—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। কত কীর্ত্তি আছে রে ভাই, কওয়া নাইকো যায়।
দেখ সাদির সমে দোলার বিবি ডুলি চেপে যায়।

চার জন জা। মাণিকপির—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। ওরে, কদুকুমড়ো রাক্‌লে ফেলে, তুশ্‌চু নেরেল ব্যাল,
আজগবি দুনিয়ার খেলা সর্ষের মধ্যি ত্যাল।

চার জন জা। মাণিকপির—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। মুসল্‌মানের মোল্লা রে ভাই হাঁদুর মধ্যি সাধু,
কদুকুমড়ো ছেড়ে দিয়ে আকির মধ্যি মধু।

চার জন জা। মাণিকপির—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। আস্‌মানেতে ম্যাগের খেলা করে সিংহলাদ,
আর দিনের বেলায় সুর্য্যি ওঠে রাতির বেলায় চাঁদ।

চার জন জা। মাণিকপির—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। পাহাড়ের প্রকাণ্ড হাতি, শিকৃলি বাঁধা পায়,
আর ঘরজামায়ে শ্বশুরবাড়ী মেগের নাতি খায়।

চার জন জা। মাণিকপির—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। কত কেরামৎ জান রে বন্দা কত কেরামৎ জানো,
মাজদরিয়ায় ফেলে জাল ডেঙ্গায় বসে টানো।

চার জন জা। মাণিকপির—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। দুর্গির ছাওয়াল কার্ত্তিক রে ভাই মোরগ চেপে যায়,
আর পূজো পালি বাঁজাবিবির ছাওয়াল করে দেয়।

চার জন জা। মাণিকপির—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। রাতির বেলায় ভূতির ডরে ডর্‌য়ে ওঠে ছেলে,
আর হুড়কো মেয়ে ঝম্‌কে ওঠে খসম কাছে এলে।

চার জন জা। মাণিকপির—(ইত্যাদি।)

তৃতীয় জা। বিরহ হবে না ?

দ্বিতীয় জা। হবে না তোমায় কে বল্যে ?

ষষ্ঠ জা। এই বার হবে—গেয়ে লাও তো ভাই।

চার জন জা। মাণিকপির—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। বিরহিণী বিবি আমার গো, বাঁদে নাকো চুল।
কল্‌জেতে ফুটেছে কাঁটা পঞ্চবাণের হুল।

চার জন জা। মাণিকপির— (ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। সায়েরে গিয়েচে স্বামী হাব্‌লি আঁধার করে,
পরাণ জ্বলে গেল বিবির কুকিলের ঠোকরে।

চার জন জা। মাণিকপির— (ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। মুখ ঘামেচে বুক ঘামেচে বিবির ভাসে যাচ্চে হিয়ে,
খসম যদি থাক্‌তো কাছে রে পুঁচ্‌তো হুমাল দিয়ে।

চার জন জা। মাণিকপির— (ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। পিঁড়েয় বসে কাঁদ্‌চে বিবি, ডুবি আঁখির জলে,
মোল্লারে ধরেচে ঠাসে খসম খসম বলে।

চার জন জা। মাণিকপির— (ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। ষাঁড়ের মাথায় শিং দিয়েছে মান্‌ষির মাথায় কেশ,
আল্লা আল্লা বল রে ভাই পালা কল্লাম শেষ।

চার জন জা। মাণিকপির— (ইত্যাদি।)

তৃতীয় জা। এবারে পাঁচালি হক্‌।

পাঁচি এবং চার জন দাসীর প্রবেশ

দ্বিতীয় জা। পাঁচালিতে আর কাজ নাই, এখন পাঁচির পাঁচালি শোনা যাক্‌।

পাঁচি। আর সব কোথায় ?

প্রথম জা। খোলা ছাতে গুলি খাচ্চে।

পাঁচি। তোমাদের জল খাওয়াতে পাল্যে আমি আপনার কাজে হাত দিতে পারি। (দাসীদের প্রতি) ওগুনো ঐখানে রাখ্—তোর হাতে কি ?

প্রথম দা। সন্দেশের হাঁড়া।

পাঁচি। তোর হাতে ?

দ্বিতীয় দা। চিনির পানার গামলা।

পাঁচি। তোর হাতে ?

তৃতীয় দা। দুদের গামলা।

পাঁচি। তুই কি এনেচিস্ ?

চতুর্থ দা। শশা, কলা, পেয়ারা।

পাঁচি। দুদের উড়্কি এনিচিস্ ?

তৃতীয় দা। এই যে।

পাঁচি। তুই এনিচিস্ ?

দ্বিতীয় দা। এই যে।

দ্বিতীয় জা। পাঁচি, তোর নাম পাঁচি হ'ল কেন রে ?

তৃতীয় জা। পাঁচির পাঁচ জন ছিল বলে।

পাঁচি। এখন আর আমার পাঁচ জন নয়।

তৃতীয় জা। ক জন ?

পাঁচি। এখন জামাইয়ের পাল।

পঞ্চম জা। পাঁচি তুমি দ্রোপদী।

পাঁচি। না, আমি কুন্তী, বিয়ে না হ'তে বাবুদের বাড়ী—

তরুণ তপন রূপে বিমোহিত মন,
বিবাহ না হতে কুন্তী অর্পিল যৌবন।

পঞ্চম জা। পাঁচি, তোর ছন্দ পতন হয়েছে।

পাঁচি। কোথায় ?

প্রথম জা। কুয়োর ভিতর।

পঞ্চম জা। ঠাট্টা কর না বাবা, আমার দাদা রিফিউ লেখেন।

প্রথম জা। তাঁর নাম কি ?

পঞ্চম জা। ভোঁতারাম ভাট্।

প্রথম জা। যিনি বৈষ্টব ছিলেন তার পর কল্‌মা কেটে কাজি হয়েছেন ?

পঞ্চম জা। ভোঁতারাম ভাট্‌কে বড় সাধারণ লোক জ্ঞান ক'রো না—তাঁর রিফিউয়ের ভারি ধার—

প্রথম জা। খানা কাটা যায় ?

পঞ্চম জা। তুমি মূর্খ, রিফিউয়ের "ধার" বুঝবে কি, পাঁচি বুঝেছে।

পাঁচি। আঁশবঁটি।

পঞ্চম জা। পাঁচি তোর পতন হয় নি ?

পাঁচি। ভোঁতারাম ভাটের চক্ষু থাকে তো হয় নি।

তৃতীয় জা। আমার চকে তো নয়।

পঞ্চম জা। ভোঁতারাম ভাট বলেন কবিতা লেখার প্রণালী হচ্চে "তিন তিন দুই তিন তিন," তোমার তিন তিন দুই চার হয়ে গিয়েছে।

প্রথম জা। ওর যে বয়েস তিন তিন দুই সাত হ'তে পারে।

পাঁচি। ভোঁতারাম ভাট্ বুঝি জামাই বারিকে লেখা পড়া শিখেছিলেন ?

পঞ্চম জা। তোকে লেখা পড়া শেখালে কে ?

পাঁচি। কেন আমার স্বামী।

পঞ্চম জা। তোর স্বামী লেখা পড়া জানে ?

পাঁচি। তোমাদের চাইতে ভাল।

পঞ্চম জা। পাঁচি, তুমি যোড়শী, রূপসী, সরসী, বায়সী—

পাঁচি। পোড়া কপাল আর কি, বায়সী যে কাক।

পঞ্চম জা। কাকী ; সী'র মিল কত্তে তোকে কাকী ব'লে ফেলিচি।

দ্বিতীয় জা। পাঁচি তুই এত গহনা পেলি কোথা ?

পাঁচি। জামাই বারিকে।

পঞ্চম জা। পাঁচি, তুমি আমাদের কমিসারি জেনারেল ; তুমি যে প্রমদা পরিমল পিঙ্গল প্রণালীতে রসদ সরবরা কচ্চো, তুমি একটু গা ঢাকা হয়ে থেক।

পাঁচি। কেন গো ?

পঞ্চম জা। লুশাই এক্‌সপিডিসানে ধরে নিয়ে যাবে।

পাঁচি। তাতে তোমাদের অধিক ভয়।

পঞ্চম জা। কেন লো ?

পাঁচি। তারা বাঁধা খেগো বয়েল ধচ্চে।

পঞ্চম জা। ভাল বলেচ পাঁচি ঠাকুর্ঝি—আমি মরে যাই, তুমি আমার সঙ্গে সহমরণে চল।

পাঁচি। সহমরণে যে যাবার সেই যাবে—এখন তোমরা এক জায়গায় খাবে, না আমার তানা পড়েন কত্তে হবে ?

ষষ্ঠ জা। আমরা সব খোলা ছাতে খাব।

দশ জন জামাইয়ের প্রস্থান।

প্রথম জা। পাঁচি, আমার পেট জ্বলে উঠেছে আমাকে এইখানে দে। (একখানি রেকাব আর দুটি বাটি লইয়া উপবেশন।)

পাঁচি। (দাসীদের প্রতি) তোরা এদিকে আয়। (দুটি

গোল্লা, চারখানি শশা কাটা, একটি খোসা-ফেলা পেয়ারা, এক উড়্‌কি চিনির পানা, এক উড়্‌কি দুধ প্রদান।)

প্রথম জা। আর একটু দুদ দে, আজ বড় গুলি টেনিচি। (আহার)

তৃতীয় জা। পাঁচি আমার নামে পাস বেরিয়েচে?

পাঁচি। বল্‌তে পারি নে, পাসগুলিন আমার আঁচলে বাঁধা আছে।

দ্বিতীয় জা। আজ যে দেখি আঁচলভরা পাস, বাবুদের বাড়ী শ্রাদ্ধ না কি, নইলে এত নাগা সন্ন্যাসীর আহ্বান কেন?

তৃতীয় জা। পাঁচি, পাসগুলো পড়ে পড়ে আমার হাতে দে না ভাই।

পাঁচি। (অঞ্চল হইতে পাসগুলিন খুলিয়া পঠনানন্তর প্রদান।) যতীন্দ্রমোহন, দিগম্বর, রাজেন্দ্রলাল, কিশোরীচাঁদ, কৃষ্ণদাস, দ্বারিকানাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, অন্নদাপ্রসাদ, মনোমোহন, উমেশচন্দ্র, মুরলীধর, আশুতোষ, কালীমোহন, মোহিনীমোহন, হেমচন্দ্র জুনিয়ার, জগদ্বন্ধু, মহেন্দ্রলাল, প্যারিচরণ, ভূদেব, জগদীশ, গুরুচরণ, গৌরদাস, হেমচন্দ্র সিনিয়ার, রঙ্গলাল, বঙ্কিম,—

তৃতীয় জা। আমার নাম এখন বেরুলো না, কি সর্ব্বনাশ, আর কখান আছে?

পাঁচি। একখান।

তৃতীয় জা। পড় দেখি।

পাঁচি। মৌলভি আব্‌দুল্‌ লতিফ।

দ্বিতীয় জা। ও কার?

তৃতীয় জা। ও তো ছোট জামাইয়ের, সে রাতদিন চশমা

চকে দেয় ব'লে তাকে আমরা আব্‌দুল্ লতিফ বলি—পাঁচি আমি আজ গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌বো।

অভয়কুমারের প্রবেশ

অভ। পাঁচি, আমার পাস বের্‌য়েছে ?

পাঁচি। তোমার পাস হার্‌য়ে গিয়েছে।

অভ। আমি তবে বাড়ীর ভিতর যেতে পাব না ?

পাঁচি। বিবেচনার স্থল।

অভ। তবে আমাকে পায়ে ধরে বাড়ী থেকে আন্‌লি কেন ?

দ্বিতীয় জা। সেখানে গর্ভযন্ত্রণা হয় বলে—আজ পাস পেয়িচি বাবা, আজ এক লাফে লঙ্কা ডিঙ্গাতে পারি—

হাবার মার প্রবেশ

হাব। অভয় কোথায় ? তার জন্যে লেখন এনিচি।

(অভয়ের গ্রহণ)

পাঁচি। হাতে লেখা পাস।

দ্বিতীয় জা। কাঠের বেরাল হ'লে কি হয়, ইঁদুর ধত্তে পার্‌লিই হ'ল।

হাব। বলে—

নৌকা ডিঙে চাই নে আমি আজ্ঞে যদি পাই,
গঙ্গাজলে সাঁতার দিয়ে শ্বশুরবাড়ী যাই।

দ্বিতীয় জা। হাবার মা একটা গান কর্।

হাব। (গীত, রাগ সিন্ধু কাপি, তাল খেমটা।)

মনের মত নাগর যদি পাই,
প্রেমডোরেতে তারে আমার যৌবনে জড়াই,

মেতি আম্‌লা দিয়ে চুলে, সাজ য়ে খোঁপা বকুলফুলে,
মুচকে হেসে কাছে ব'সে ছুবেলা তার মন যোগাই।

(নৃত্য)

পাঁচি। তোমরা জলটল খাবে, না কেবল নাচ দেখ্‌বে?

দ্বিতীয় জা। তুমি অগ্রসর হও, আমরা তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বৎসবৎ ধাবমান হই।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কেশবপুর, কামিনীর শয়নঘর

কামিনী এবং হাবার মার প্রবেশ

কামি। হাবার মা তার গায় তো গন্ধ কচ্চে না, ও যখন বাড়ী থেকে আসে, তখন ওর গায় বোট্‌কা বোট্‌কা গন্ধ হয়—বাড়ীতে খেতে পায় না, তেল মাখে না, নায় না, কামায় না।

হাব। তোর আর কথা শুনে বাঁচি নে—আমি দেখিচি কেমন তেল মেখেছে, চুলগুলো যেন তেলে সাতার দিচ্চে।

কামি। তবেই আমার মাথা খেয়েছে; বালিশের ওয়াড়গুলিন মল্লিকাফুলের মত ধপ্ ধপ্ কচ্চে, এক দিন শুলেই ক্ষিতি মেথরাণীকে ডাকৃতে হবে।

হাব। তুই যে ঠ্যাকারের কথা ক'স, তাইতে তোর ভাতার রাগ করে যায়।

কামি। রাগ করে গেল, থাকৃতে তো পাল্যে না, তু ক'রে ডাকৃতেই তো আবার এয়েচে।

হাব। রাত অনেক হয়েছে, তুই শো, আমি তারে ডেকে আনি।

হাবার মার প্রস্থান।

কামি। (মুকুরের নিকট দাঁড়াইয়া আপন অঙ্গ দর্শন করিতে করিতে।)

এ কি বাবার বিবেচনা,
দেশে কি বর মেলে না,
হাওড়াগাছের কেলেসোনা,
গাঁজার খবর ষোলো আনা,
তারি হাতে এই ললনা!

(মুকুরের সমীপস্থ চেয়ারে উপবেশনানন্তর দীর্ঘনিশ্বাস)

কেন বা বাঁদিনু চুল, কেন মল্লিকার ফুল,
ঘিরে দিনু কবরীর গায়;
মুক্তপুঞ্জ অলকায়, কেন দোলাইনু হায়,
কেন আল্‌তা দিনু রাঙ্গা পায়;
কটিতটে চন্দ্রহার, মরি মরি কি বাহার,
কিবা হার পয়োধরোপরে;
ছাঁচি পানে দিয়ে খর, রঞ্জিয়াছি ওষ্ঠাধর,
মেদিপাতা দিছি পদ্ম করে;
নীল নেত্র মনোহর, যেন দুটি ইন্দীবর,
যোগ ভঙ্গ অপাঙ্গের নাম;
নবীন যৌবন ধন, কারে করি বিতরণ,
পরিণেতা পোড়া বাঙ্গারাম।
ঘরজামায়ে অন্নদাস, পড়ে গুলি খাচ্চে ঘাস,
বার মাস করে জ্বালাতন।
এখনি নিকটে বসে, মাথা খাবে দাদ্ ঘসে,
ফাটা পায় ছিঁড়িবে বসন।

থাকে যবে নিজ ঘরে, স্বহস্তে লাঙ্গল ধরে,
মাথায় বিচালি বাঁধি আনে,
এমন চাষার কাছে, আমার কি সুখ আছে,
কি আছে কপালে কেবা জানে।

অভয়কুমারের প্রবেশ

অভ। কামিনি, এখন যে জেগে রয়েছ ?

কামি। টেবেলের উপর এক বোতল গোলাপজল আছে, ওটা সব তোমার গায়ে ঢেলে দাও, আতর ল্যাভেণ্ডার মুখে রগ্‌ড়ে রগ্‌ড়ে মাখ, তার পর আমার কাছে এস।

অভ। আমি তা কর্‌বো না।

কামি। অন্য অন্য জামাইরা তো করে।

অভ। তারা জামাই বারিকের জাম্বুবান তাই করে—ও কথাগুলিন আমি ভালবাসি না, ওতে আমার অপমান বোধ হয়। কামিনি, তুই এমন নির্দ্দয় কেন ? (কামিনীর চেয়ার ধারণ।)

কামি। (নাক টিপিয়া) ওঁরে মাঁ গঁন্ধে মলুঁম, গঁন্ধে মলুঁম, গঁন্ধে মলুঁম, গঁন্ধে মলুঁম ; কোঁথাঁয় যাঁবঁ, কিঁ কঁর্‌বো কেঁমন কঁরে রাঁত কাঁটাঁবোঁ—গঁন্ধে মলুঁম, গঁন্ধে মলুঁম, ওঁরে মা গঁন্ধে মলুঁম—

অভ। (চিৎ হইয়া পড়িয়া চীৎকার শব্দে) বাবা রে, মা রে, মলেম্ রে, মেরে ফেল্লে রে, কোথায় যাব রে—

কামি। দেখ, দেখ, হারাই ডোমাই হয়—বাড়ীর সকলে ওঠে।

অভ। ওরে বাড়ীর লোক তোমরা দৌড়ে এস, আমারে মেরে ফেল্লে—বাবা রে, মা রে, মঁলেম্ রে, মেরে ফেল্লে রে—

পাঁচি, হাবার মা, বউ এবং পুরমহিলাচতুষ্টয়ের প্রবেশ

হাব। ও মা আমি কোথায় যাব, কি হলো, অভয় আমার অমন ক'রে পড়ে কেন? গোঁ গোঁ কচ্চে যে।

পাঁচি। ফুলদিদি কি হয়েছে?

কামি। হবে আবার কি।

বউ। অভয়কুমার তুমি চেঁচাচ্ছিলে কেন?

অভ। কামিনী আমায় দেখে নাক টিপে নাকি সুরে "ওঁরে মাঁ গঁন্ধে মলুঁম কোঁথাঁয় যাঁবোঁ" বল্‌তে লাগ্‌লো আমি ভাব্‌লেম পেৎনী।

বউ। (কামিনীর প্রতি) পোড়ারমুখী, সব বোনগুলিন এক, গন্ধ গন্ধ ক'রে মরেন—ওঁদের গায় পদ্মের গন্ধ আর ওঁদের ভাতারদের গায় পচা নর্দ্দমার গন্ধ, পোড়ারমুখীরে গন্ধ গন্ধ ক'রে রোজ মিছেমিছি আদ মন গোলাপজল নষ্ট করে—পাঁচি দৌড়ে যা ঠাকুরুণকে বল্‌গে, কোন ভয় নাই, অভয়কুমার ঘুমের ঘোরে ডর্‌য়ে উঠেছিল।

পাঁচির প্রস্থান।

হাব। শুলো বা কখন, ঘুমুলো বা কখন, এই তো এল—ভূতের ওজা ডেকে বাছারে একবার ঝাড়্‌য়ে নাও, বোধ হয় পেৎনীর দিষ্টি হয়েছে—

অভ। শুভদৃষ্টির সময় থেকে।

হাব। ইষ্টিদেবতার নাম কর।

বউ। তুমি শীগ্‌গির মর।

কামিনী এবং অভয়কুমার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অভ। হাবার মার কথা শুনি, ইষ্টিদেবতার নাম করি।

কামি। পোড়ারমুখ্, ছোটলোকের রীতির দোষ, অকারণ বউমার কাছে আমাকে লাঞ্ছনা খাওয়ালেন, বউমাকে আমরা

মায়ের মত মান্য করি তার কাছে আমার এই ঢলাঢলি, কাল সকালে কত ব্যাখ্‌খানা সইতে হবে, কারো কাছে মুখ দেখাতে পার্‌বো না। দাদা শুনে কি বল্‌বেন, মা-ই বা কি ভাব্‌বেন।

অভ। তুমিই তো এর কারণ।

কামি। আজ তোমারি একদিন আর আমারি একদিন, খাটে উঠ্‌বে আর ন দিদির মত কর্‌বো, নাতি মেরে নাব্‌য়ে দেব।

অভ। (দীর্ঘনিশ্বাস) বটে—এত দূর।

কামি। চ'ক রাঙ্গাচ্চো মার্‌বে না কি?

অভ। গোঁয়ার হ'লে মাত্তেম—(দীর্ঘনিশ্বাস) কামিনি—আমি তোমার স্বামী—কামিনি, আমি জন্মের মত যাই, তোমাকে একটি কথা বলে যাই, তোমার কথায় আমার চক্ষু দিয়ে কখন জল পড়ে নি, আজ পড়্‌লো—

কামি। আমার মাথা খাও রাগ ক'রো না, খাটে এস।

অভ। এ শরীরে আর না।

প্রস্থান।

কামি। কত বার অমন রাগ দেখিচি। (খট্টাঙ্গ উপরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয়ন এবং ক্ষণকাল পরে খট্টাঙ্গে উপবেশন—দীর্ঘনিশ্বাস।) ঘুম তো হয় না। (দীর্ঘনিশ্বাস) আমি তো বিষম জ্বালায় পড়্‌লেম—"আজ পড়্‌লো"—আমিও তো আর রাখ্‌তে পারি নে—আমারও "আজ পড়্‌লো"। (রোদন) "তারা জামাই বারিকের জাম্বুবান"—"গোঁয়ার হ'লে মাত্তেম"—"আজ পড়্‌লো"—ও মা, কি করি বুক যে ফেটে যায়।

পাঁচির প্রবেশ

পাঁচি। ফুলদিদি তুমি এমন সর্ব্বনাশ করেছ, জামাইবাবুকে নাতি মেরেছ; কর্ত্তার কাছে জামাইবাবু কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্যেন—

কামি। নাতি মেরিচি বলেচে ?

পাঁচি। নাতি মাত্তে চেয়েছ।

কামি। বাবা কি বল্যেন ?

পাঁচি। কৰ্ত্তা মহাশয় গালে মুখে চড়াতে লাগ্লেন, আর বল্যেন অমন মেয়ের আর মুখ দর্শন কর্‌বো না—

কামি। অভয় কোথায় ?

পাঁচি। কৰ্ত্তা মহাশয় কত বল্যেন তা তিনি শুন্লেন না, রাগ ক'রে চলে গিয়েছেন।

কামি। তবে আমাকে একখান খুর এনে দাও আমি মেজদিদির মত করি—

পাঁচি। তুমি যাও কোথা ?

কামি। মেজদিদির কাছে।

প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বৃন্দাবন, পদ্মলোচনের মঠ

অভয়কুমার এবং পদ্মলোচনের প্রবেশ

অভ। দাদা আর তো হাত পুড়ুয়ে খেতে পারি নে—তুমি যদি অনুমতি দাও আমি কণ্ঠিবদল করি, আর কিছু করুক না করুক দু বেলা দুটো রেঁধে তো দেবে।

পদ্ম। হাত পোড়ান ছলনা, স্ত্রীলোক নইলে থাক্‌তে পার না। তাই বলো—তুমি এমনি মাগমুখো আবার পদাঘাত ভোজন কত্তে দেশে যেতে চাও।

অভ। পদাঘাত করে নি, কত্তে চেয়েছিল।

পদ্ম। এইবার গেলে হবে।

অভ। আমি ভাব্‌চিলেম আর একটা পরীক্ষা ক'রে দেখি। শ্বশুরবাড়ী যাই, যদি স্নেহ মমতা করে তবে সংসারধর্ম্ম করি; কখন কখন তার স্বভাবটা বড় মিষ্টি হয়; কিন্তু দাদা, গ্যাদা মনে হ'লে সেখানে আর যেতে ইচ্ছা করে না, চিরকাল এইরূপ বাবাজি হয়ে থাক্‌তে ইচ্ছা করে।

পদ্ম। আমি তো ভাই, বেশ আছি, এক বৎসর বৈষ্ণব হইচি হাড় গোড়গুলো যোড়া লেগেছে।

অভ। না দাদা যেতে আর মন সরে না, আবার যদি পদাঘাতের পালা পড়ে তা হ'লে হাতেরও যাবে পাতেরও যাবে, আবার কষ্ট করে বৃন্দাবনে আস্‌তে হবে—আমার যদি প্রথম স্ত্রী থাক্‌তো তা হ'লে আমি জামাই বারিকে জন্মের মত জলাঞ্জলি দিয়ে নিজবাড়ীতে সংসারধর্ম্ম কত্তেম।

পদ্ম। মোদ্দা কথাটা একটা মেয়েমানুষ চাই।

অভ। ব্রজবাসিনীদের সন্ধান নিচ্‌লে।

পদ্ম। যাদের কেলীকদম্বের তলায় দেখেছিলে ?

অভ। এমন মনোহর মাধুরী কখন দেখি নাই, যেমন রূপ তেমনি পরিচ্ছদ—স্বভাব যত দূর নরম হতে হয়—নরম স্বভাব স্ত্রীলোকের প্রধান ভূষণ।

পদ্ম। মাধব বৈরাগী বহু কাল বৃন্দাবনে আশ্রম করে আছেন, তিনি নিতান্ত দৈন্য নন, তাঁর আশ্রমের চারি দিকে ফুলের বাগান, বাগানের প্রান্তভাগে অতিথিশালা, সেখানে নিত্য সদাব্রত। তাঁর পূর্ব্ববাস কলিকাতার দক্ষিণ বারীপুর গ্রাম। তারা তাঁরই মেয়ে।

অভ। চারটিই ?

পদ্ম। বড়টি তাঁর বৈষ্ণবী, ছোট তিনটি তাঁর কন্যা।

অভ। বড় মেয়েটিকে যদি আমায় দেয় আমি কণ্ঠিবদল করি।

পদ্ম। আমার ইচ্ছা ছোট দুটিকে যোড়া বিয়ে করি, বিয়ে ক'রে বৃন্দাবনে একবার শম্ভুনিশম্ভুর যুদ্ধ দেখি।

অভ। ওদের যে নরম প্রকৃতি ওরা বোধ করি সতীনের সঙ্গেও ঝকড়া কত্তে পারে না—এমন নিটোল গোল গঠন কখন দেখি নাই, ওদের গায় গহনা দিলে কি শোভাই হয়।

পদ্ম। মৃণালে সোনার তাগা পরালে যা হয়।

অভ। দাদা তুমি ওদের বাড়ী গিচ্‌লে ?

পদ্ম। গিচ্‌লেম—মাধব বৈরাগী পরম ধার্ম্মিক, অতি মিষ্ট স্বভাব, আমায় অতিশয় আদর কল্যেন আর বল্যেন বাবাজি তুমি নূতন বৈষ্ণব, তোমার যখন যে সাহায্য আবশ্যক হয় আমাকে ব'লো।

অভ। অমন বাপ না হ'লে অমন মেয়ে জন্মায়—মেয়েরা তোমার কাছে এল ?

পদ্ম। আমি তো আর এখানে পত্নীদ্বয়ের পদাঘাতাহারী পদ্মলোচনবাবু নই যে তারা ভয় কর্‌বে—আমি এখানে বৈষ্ণব-চূড়ামণি পদ্ম বাবাজি, তারা নির্ভয়ে আমার কাছে বসে কথা কইতে লাগ্‌লো।

অভ। দাদা আমি এক দিন যাব।

পদ্ম। যে দিন ইচ্ছা।

অভ। বড় মেয়েটি কথা কইলে ?

পদ্ম। দুটি একটি—বড় মেয়েটি বড় লজ্জাশীলা, ছোট দুটি তত নয়—মাধবের বৈষ্ণবী তো রসসরোবর, নাক্ দে মুখ্ দে চ'ক্ দে কথা কয়।

অভ। তিনি কি এদের মা ?

পদ্ম। এদের মা নাই, বৈষ্ণবীর সঙ্গে মাধব সম্প্রতি কণ্ঠি-বদল করেছেন।

অভ। দাদা তুমি বৃন্দাবনে আছ তা কেউ জানে ?

পদ্ম। জনপ্রাণী না—আমি দেখ্‌লেম দু সতীনে আমাকে ছেড়ে পরস্পর কাটাকাটি আরম্ভ কর্‌লে তাই কারো কিছু না ব'লে চলে এলেম। তবে বৃন্দাবনে এসে আমার ভাইপোকে একখানি চিটি লিখিছি কিন্তু তাকে বারণ করে দিইচি আমার বৈষ্ণবাশ্রম কেহ না জান্‌তে পারে। তোমার কথা কেউ জানে ?

অভ। আমার আছে কে তা জান্‌বে। দাদা বৈষ্ণবীদের সঙ্গে কণ্ঠিবদলের কথা হলো ?

পদ্ম। তারা স্বয়ম্বরা হবে।

অভ। তবে তো আমার আশা নাই।

পদ্ম। তুমি এখন সাধু পুরুষ, এক দোষ ছিল গুলি, তা

তুমি বৈষ্ণব হয়ে ছেড়ে দিয়েছ ; তোমায় পেলে আর কারো নেবে না।

অভ। তবে দেশের আশা ছেড়ে দিই ?

পদ্ম। ভাল করে বিবেচনা করা যাক্।

অভ। আর একবার দেখ্‌লে হতো—কিন্তু অনেক কাট খড়—না দাদা তোমায় পাঁচিকা এনে দিচ্চি, এইখানেই ভরাভর।

পদ্ম। আমি আহারের যোগাড় দেখি।

অভ। আমি মাধবের আশ্রমে যাই।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বৃন্দাবন, মাধব বৈরাগীর আশ্রম

এক দিকে মাধব, এক দিকে পদ্মলোচনের প্রবেশ

পদ্ম। দণ্ডবৎ বাবাজি।

মাধ। দণ্ডবৎ বাবাজি।

পদ্ম। বাবাজির মঙ্গল ?

মাধ। রাধাকৃষ্ণের প্রসাদাৎ সকলি মঙ্গল। বাবাজি বসুন।

পদ্ম। যে আজ্ঞা বাবাজি।

মাধ। ছোট বাবাজির স্বভাব অতি মিষ্টি, আমার বৈষ্ণবী এবং কন্যা তিনটি তাঁকে অতিশয় ভাল বাসে। কণ্ঠিবদলে সকলেরি মত হয়েছে, এখন আপনারা অনুগ্রহ কর্‌লেই হয়।

বৈষ্ণবী চতুষ্টয়ের প্রবেশ

পদ্ম। বাবাজি, আপনি বৈষ্ণবকুলতিলক বৃন্দাবনভূষণ, আপনার সরলস্বভাবা সুশীলা তনয়ার পাণিগ্রহণ করা সাধারণ শ্লাঘা নয়—তবে একটা প্রতিবন্ধকতা ছিল।

প্রথম বৈষ্ণ। কি বাবাজি?

পদ্ম। অভয়কুমারের একটি স্ত্রী ছিল।

প্রথম বৈষ্ণ। তা তো ছোট বাবাজি বলেছেন—তার পায়ের এমনি জোর, ছোট বাবাজিকে এক পদাঘাতে বৃন্দাবনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

"দেহি পদপল্লবমুদারম্।"

পদ্ম। আপনাদের ছোট বাবাজি অতিশয় স্ত্রৈণ, সেই পদাঘাতপ্রহারিণী প্রমদার কাছে পুনরায় গমন কর্‌বার মনস্থ করেছিলেন, বলেন প্রমদার উগ্রস্বভাব হক্ কিন্তু তার হৃদয় স্নেহশূন্য ছিল না।

প্রথম বৈষ্ণ। বাবাজি! তার স্নেহটা পায়ের দিকে অধিক নেবে পা ছুটো রসেছিল।

মাধ। তবে তিনি আমার কন্যার সঙ্গে কণ্ঠিবদলে মত দিলেন কেমন করে?

পদ্ম। সম্পূর্ণ মত দেন নাই—তাঁর মনটা পারানি নৌকার মত একবার কেশবপুর একবার বৃন্দাবন যাতায়াত কচ্চিল।

প্রথম বৈষ্ণ। কুঞ্জবনে বাজ্‌লে বাঁশি ঘরে রয় না মন,
শ্যাম রাখি কি কুল রাখি রাধা ভেবে উচাটন।

দ্বিতীয় বৈষ্ণ। সে স্ত্রীর কাছে যাওয়াই স্থির করেচেন বাবাজি?

পদ্ম। থাক্‌লে যেতেন।

দ্বিতীয় বৈষ্ণ। সে স্ত্রীর কি হয়েছে?

পদ্ম। এই লিপি পাঠ কর—আমার ভ্রাতৃপুত্রের লিপি।

প্রথম বৈষ্ণ। বাবাজি অনুমতি করেন তো সমুদায় লিপিখানি পাঠ করি।

পদ্ম। স্বচ্ছন্দে।

প্রথম বৈষ্ণ। (লিপিপাঠ।)

শ্রীচরণাম্বুজেষু।

আপনার লিপি প্রাপ্ত হইলাম। জীবন থাকিতে আর গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন না মনস্থ করিয়াছেন। আপনি ভবন মধ্যে যে ভীষণদর্শন দর্শন করিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে প্রত্যাগমন কখনই মনোমধ্যে উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু খুল্লতাত মহাশয়! অবস্থার পরিবর্ত্তনে স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়—আপনি যদি খুড়ীমাদিগের দুরবস্থা এক্ষণে একবার দর্শন করেন আপনি দয়াদ্র্ চিত্তে আবাসে আসিয়া বাস করিবেন সন্দেহ নাই। যে ভবনে অহরহ কলহ কোলাহলে বায়স বসিতে পাইত না, সেই ভবন এক্ষণে শূন্যময়, নীরব, সূচিকাপতন শব্দ শ্রবণগোচর হয়। সর্ব্বাচ্ছাদক স্বামীশোকে সপত্নীযুগল বিগ্রহের চিরসন্ধি করিয়া অবিরল বিগলিত জলধারাকুল লোচনে গলাগলি হইয়া রোদন করিতেছেন, শীর্ণ কলেবর, মলিন বসন, দীন নেত্র, আলুলায়িত কেশ। ছোট খুড়ী রন্ধন করিয়া বড় খুড়ীকে খাওয়াইতেছেন, বড় খুড়ী রন্ধন করিয়া ছোট খুড়ীকে খাওয়াইতেছেন—একত্রে উপবেশন, একত্রে শয়ন, একত্রে রোদন, দেখিলে বোধ হয় যেন দুটি স্নেহভরা বিধবা সহোদরা—কেবল "হা নাথ! তুমি কোথায় গেলে" বলিয়া বিষাদ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, আর বলিতেছেন "পাপীয়সীর সম্পূর্ণ শাস্তি হইয়াছে, এক্ষণে তুমি বাড়ী এস, আর কলহ শুনিতে পাইবে না।" আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যত দূর বুঝিতে পারি বোধ হয় আপনি যদি ভবনে পুনরাগমন করেন এক্ষণে আপনি সুখী হইবেন।

অভয় কাকার স্ত্রী আত্মহত্যা করিয়াছেন। ইতি

সেবক শ্রীনলিনীনাথ রায়।

বাবাজি! ছোট বাবাজি স্ত্রৈণ, না তুমি স্ত্রৈণ, লিপি শুনে আপনার চক্ষে জল কেন?

পদ্ম। লিপি শুনে তোমার ছোট বাবাজি গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদেছেন, দু দিন বিছানা থেকে উঠেন নি। বলেন আমি তার সেই রাগ রাগ মুখখানি আর দেখ্‌তে পাব না—এমনি স্ত্রৈণ দু দিন খেলে না।

প্রথম বৈষ্ণ। ভাব্‌লেন পদাঘাতের উপসংহার হলো।

দ্বিতীয় বৈষ্ণ। আপনি দেশে যাবেন?

পদ্ম। চিটি পড়ে মনটা কেমন হয়েছে, আর না গিয়ে থাক্‌তে পারি নে। অভয়কুমারকে তোমাদের এখানে রেখে আমি দেশে যাই।

প্রথম বৈষ্ণ। ছোট বাবাজি ঘর্‌জামায়ে হবেন না কি?

পদ্ম। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

মাধ। এক্ষণে আর প্রতিবন্ধকতা নাই?

পদ্ম। কিছুমাত্র না।

মাধ। তবে দিন স্থির করুন।

পদ্ম। কথাবার্ত্তা স্থির হক্‌।

মাধ। বৈষ্ণব ভিখারির বিয়েতে কথা আর বার্ত্তা।

প্রথম বৈষ্ণ। দেওয়া থোওয়ার বিষয় বল্‌চেন?

পদ্ম। সেও তো একটা কথা বটে।

প্রথম বৈষ্ণ। প্রভু!

মাধ। কি বল্‌চো বৈষ্ণবি।

প্রথম বৈষ্ণ। একটি হীরার আংটি দেব।

মাধ। অবশ্য।

প্রথম বৈষ্ণ। আর মেয়েকে আটগাছি সোনার দমদম।

পদ্ম। তোমার মেয়ে তুমি যা ইচ্ছে তাই দিতে পার।

প্রথম বৈষ্ণ। আপনি কেবল বরাভরণের বিষয়টি শুন্‌তে চান। কলিকাতার মত কর্‌বেন না; ছেলে যদি একটু ভাল হ'ল, রত্নগর্ভা জননী আঙ্গোট্‌পাত পেতে বস্‌লেন, ঘড়ি দাও, ছড়ি দাও, শাল দাও, ছেলেকে একটি সোনার লেজ গড়্‌য়ে দাও। এটা অতি নীচ প্রবৃত্তি—মেয়ে যদি চ'কে লাগলো, মেয়ের বাপের যেমন সঙ্গতি তেমনি নিয়ে বিয়ে কর।

মাধ। আমি দীন দুঃখী, বরাভরণ কোথায় পাব।

প্রথম বৈষ্ণ। প্রভু!

মাধ। কি বল্‌চো বৈষ্ণবি।

প্রথম বৈষ্ণ। আপনি তো তামাক খান না, আপনি যদি অনুমতি করেন মল্লিক বাবুরা আপনাকে যে ফর্‌সিটে দিয়ে গেছেন সেটা বরাভরণ বলে দিই।

মাধ। বৈষ্ণবীর ইচ্ছে আর কৃষ্ণের ইচ্ছে আমার তাতে সম্পূর্ণ ইচ্ছে।

প্রথম বৈষ্ণ। বাবাজি আপনারা কিছু দেবেন না?

পদ্ম। ছোট বাবাজি অনেক বরাভরণ পেয়েছিলেন কিন্তু সঙ্গে কিছুই নাই।

প্রথম বৈষ্ণ। থাক্‌বের মধ্যে ভৃগুপদচিহ্ন।

পদ্ম। এক ছড়া সোনার গোট আছে তাই দেবেন।

মাধ। অদ্য রাত্রিতে শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করা যাক্।

পদ্ম। আচ্ছা বাবাজি।

প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বৃন্দাবন, পদ্মলোচনের মঠ, অভয়কুমারের শয়নঘর

পদ্মলোচন এবং অভয়কুমারের প্রবেশ

পদ্ম। ভায়া তোমার বৈষ্ণবী রান্নাঘর আলোময় করে ফেলেছেন, বাছার কি মধুর স্বভাব। যখন আমাদের পরিবেশন কত্তে লাগ্‌লেন হাতখানি অন্নপূর্ণার হাতের মত দেখাতে লাগ্‌লো —বক্তার মাগ্‌ মরে, কম্‌বক্তার ঘোড়া মরে, তা তোমাতেই ফল্‌লো।

অভ। আহারটা হলো কেমন ?

পদ্ম। পরিপাটি।

অভ। বৈষ্ণবীর শেট্‌হ্যাণ্ড।

পদ্ম। মাধব বৈরাগীর অতবড় আশ্রমের সমুদায় রান্না তোমার বৈষ্ণবীর জিম্বা ছিল।

অভ। দাদা বৈষ্ণবীকে দিয়ে একদিন পাঁটা রাঁধা যাক্‌।

পদ্ম। তুমি কোন্‌ দিন মজাবে—বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ মাধব বাবাজির কন্যা, ওঁয়াকে অমন কথা কখন ব'ল না—কণ্ঠিবদলের ডাইভোর্স আছে।

অভ। মন জেনে তবে বল্‌বো, আমি এখনো বৈষ্ণবীর সঙ্গে কথা কই নি, তার মুখ দেখি নি।

পদ্ম। তোমার বিছানার যে বড় বাহার, গদির উপর সুচুনি পাতা, বালিশের আড়ং, দানে পেলে না কি ?

অভ। তা নইলে আর কোথায় পাব দাদা।

পদ্ম। আমি প্রস্থান করি, বৈষ্ণবী এখনি তামাক দিতে আস্‌বেন।

পদ্মলোচনের প্রস্থান।

অভ। (স্বগত) লালাবাবুদের মন্দিরের মুহুরিগিরিটে গ্রহণ কত্তে হলো, তা নইলে বৈষ্ণবীকে সুখে রাখ্‌তে পার্‌বো না—বৈষ্ণবী আমার নম্রতার নবনলিনী—ইচ্ছা প্রকাশ না কত্তে সম্পাদন করেন—সার্থক বৃন্দাবনে এসেছিলাম। (শয়ন)

সট্‌কায় ফুঁ দিতে দিতে বৈষ্ণবীর প্রবেশ এবং সট্‌কার নল ধীরে ধীরে অভয়কুমারের মুখে দিয়া বিছানায় বসিয়া অভয়কুমারের পদসেবন

বৈষ্ণবি! তুমি আহার কর গে, আমি নিদ্রা যাই। (ধূমপান)

বৈষ্ণ। যতক্ষণ আপনার নিদ্রা না আসে আমি ততক্ষণ আপনার পদসেবা কর্‌বো, আপনার নিদ্রা এলে আমি রান্নাঘরে যাব, হাঁড়ি তুলে এসিচি, হেন্‌সেল পেড়ে এসেচি।

অভ। বৈষ্ণবি, তুমি আহার কর গে, পদসেবার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় নি।

বৈষ্ণ। আমাদের আশ্রমের পুস্তকে পড়িছি, নারায়ণ ভোজন ক'রে শয়ন কল্যে লক্ষ্মী পদসেবা কত্তেন।

অভ। বৈষ্ণবি, আমি তোমার মধুর বচনে মোহিত হলেম; তুমি মুখ তুলে আমার সঙ্গে কথা কও।

বৈষ্ণ। (দীর্ঘ নিশ্বাস) মা! (অভয়কুমারের চরণযুগল বক্ষে ধারণপূর্ব্বক চুম্বন—বৈষ্ণবীর চক্ষের জল চরণে পতন।)

অভ। বৈষ্ণবি তুমি কাঁদ্‌চো ?

বৈষ্ণ। (মুখ তুলিয়া) আমার দুটি বাসনা ছিল।

অভ। বল, আমি প্রাণ দিয়ে সম্পাদন কর্‌বো।

বৈষ্ণ। এক বাসনা তোমার পা দুখানি বুকে করে চুম্বন কর্‌বো, আর এক বাসনা স্বহস্তে তামাক সেজে এই ফর্‌সিতে তোমাকে খাওয়াব।

অভ। (একদৃষ্টে বৈষ্ণবীর মুখ নিরীক্ষণ) কেন ?

বৈষ্ণ। নাথ! আমি তোমার পাতকিনী কামিনী। (মূর্চ্ছিতা হইয়া পতন)

অভ। আমার কামিনী, কামিনীর এই দুরবস্থা— (কামিনীর মস্তক উরুতে ধারণ করিয়া জল প্রদান) কামিনি! কামিনি! আমার সেই কামিনী এমন হয়েছে, চেনা যায় না! —কামিনি! কামিনি! কথা কও।

বৈষ্ণ। নাথ, আমাকে পাপীয়সী ব'লে যদি গ্রহণ না কর আমার আর আক্ষেপ নাই, আমার যা বাসনা ছিল তা আজ সফল করিচি। আমি আজ দু মাস তোমার অন্বেষণে বেড়াচ্চি—বাপ মুখ দেখেন না, মা মুখ দেখেন না, দাদা কথা কন না, ভেজেরা গঞ্জনা দেন—আমি কোথায় যাই, আমার কে আছে—দেখ্‌লেম সকল আবদার স্বামীর কাছে, আমি তোমার অন্বেষণে বেরুলেম।

অভ। কামিনি তুমি আর কেঁদ না—আমি তোমারি— আমি অতি নিষ্ঠুরের ন্যায় ব্যবহার করিছি।

বৈষ্ণ। নাথ! আমিই তার মূল—

অভ। কামিনি তুমি আমার জন্যে এত কষ্ট কর্‌বে জান্‌লে আমি কখন বৃন্দাবনে আস্‌তেম না।

বৈষ্ণ। তোমার জন্যে কষ্ট কর্‌বো না তো কার জন্যে কষ্ট কর্‌বো—সেই পাপ রাত্রিতে তোমার চক্ষে জল দেখ্‌লেম— তুমি বল্যে "আজ পড়্‌লো"—আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল— সেই রেতে আত্মঘাতিনী হচ্ছিলেম তা পাঁচি হ'তে দিলে না— যদি সে রেতে তোমাকে পেতেম, আমি তোমার পা দুখানি জড়্‌য়ে ধরে রাগ নিবারণ কত্তেম।

অভ। কামিনি সে রেতের কথা তুমি আজও মনে করে রেখেছ?

বৈষ্ণ। সে রাত্রি আমার কালরাত্রি ; স্বামী হারা হলেম —সে রাত্রি আমার শুভরাত্রি ; স্বামীর মর্ম্ম জান্‌লেম। (উপবেশনানন্তর অভয়কুমারের হস্ত ধরিয়া) নাথ! আমি কাঙ্গালিনীর বেশে ভিখারিণী বৈষ্ণবী সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে তোমার মুখখানি দেখ্‌বো বলে কত দেশে গেলেম। আজ আমার পরিশ্রম সফল হলো—এখন তুমি পাতকিনীকে ক্ষমা কর, আমি তোমাকে একবার "অভয়" বলে ডাকি।

অভ। কামিনি তুমি পাপের অধিক প্রায়শ্চিত্ত করেছ। তোমার ক্লেশ দেখে আমি যার পর নাই প্রাণে ব্যথা পাচ্চি—তুমি শান্ত হও, আমি আর তোমার কাছছাড়া হবো না। (মুখ চুম্বন)

বৈষ্ণ। অভয়, তুমি এই ফর্‌সিটিতে তামাক খেতে ভাল বাস্‌তে আমি তাই উটি বড় যত্ন করে রেখিছি।

অভ। কামিনি তোমার স্নেহের সীমা নাই।

বৈষ্ণ। অভয় তুমি ঘরে এসে আপনি তামাক সেজে খেতে আর আমি খাস গ্যাদারি কোচে বসে থাক্‌তেম—এখন ভাবি কেন আমি দৌড়ে গিয়ে তোমার হাত থেকে কল্‌কে কেড়ে নিয়ে তামাক সেজে দিতাম না, আর আঁচল দিয়ে তোমার হাতটি মুছিয়ে দিতাম না। এখন আমি রোজ তোমাকে তামাক সেজে দেব।

অভ। আমি কল্‌কে কেড়ে নেব। কামিনি তুমি আমার আদরমাখা কামিনী, তোমাকে কি আমি আর কিছু কষ্ট কত্তে দেব।

বৈষ্ণ। অভয় তোমাকে আমি দেশে নিয়ে যাব আর এখানে থাক্‌তে দেব না।

অভ। দেশে যাব কিন্তু জামাই বারিকে আর যাব না।

বৈষ্ণ। সেখানে যাবে কেন, আমি যে বিষয় পেয়েচি তাই নিয়ে তোমার বাড়ীতে বাস কর্‌বো—আর যদি তোমার ইচ্ছা

হয় এখানেই তোমার পদসেবা কর্‌বো, বৈষ্ণবীর বেশ আর ত্যাগ কর্‌বো না।

অভ। বড় বৈষ্ণবীটি কে ?

বৈষ্ণ। ময়রাদিদি।

অভ। মাইরি ?

বৈষ্ণ। ময়রাদিদিই তো আমায় নিয়ে এল, ওর কল্যাণেই তো তোমাকে পেলেম।

অভ। তোমরা বুঝি মাধব বৈরাগীর আশ্রমে এসে উঠেছিলে ?

বৈষ্ণ। মাধব বৈরাগী কে বুঝ্‌তে পাচ্চো না ?

অভ। না।

বৈষ্ণ। ও যে আমাদের ময়রা বুড়।

অভ। বল কি ? শালা এমন বৈরাগী সেজেছে কিছুমাত্র চেনা যাচ্চে না—ছোট বৈষ্ণবী দুটি ?

বৈষ্ণ। ব্রজবালা।

ভবি ময়রাণীর প্রবেশ

ভবি। ছোট বাবাজি দণ্ডবৎ।

বৈষ্ণ। পোড়ারমুখী রঙ্গ নিয়েই আছেন।

ভবি। ছোট বাবাজি দণ্ডবৎ।

অভ। রসে যে খসে পড়্‌চো—শালীকে বৈষ্ণবীর বেশে এমন স্থন্দর দেখাচ্চিলো।

ভবি। তবু তো আমার কণ্ঠি কণ্ঠে দিলে না।

অভ। তুমি যে শাশুড়ী।

ভবি। বৃন্দাবনের নাড়ী ভুঁড়ি,
দিদি শাশুড়ী শাশুড়ী,

দেড় কুড়িতে এক কুড়ি,
বড়াই বুড়ী নবীন ছুঁড়ী,
চেনা যায় না বামন শুঁড়ি,
বৈষ্ণব ঠাকুরুণ সাগ্‌রী খুঁড়ী,
খেয়ে বেড়াচ্চেন তপ্ত মুড়ি,
মাগ্‌গি বেলোয়ারির চুড়ি,
কণ্ঠিবদল ঝুড়ি ঝুড়ি।

অভ। ময়রাদিদি! মাধব বৈরাগী তোমার কে?

ভবি। ভেকের ভাতার।

অভ। ভেকের ভাতার কেমন?

ভবি। হৃদয় কটোর কৃষ্ণ ধন।

অভ। কামিনীর আমি কি?

ভবি। দাদার মতন ভাতারটি। (হাস্য)

বৈষ্ণ। পোড়ার মুখ, হেসে গেলেন একেবারে।

অভ। ময়রাদিদি তোমরা এলে কেমন করে?

ভবি। নাতজামাই!—থূড়ি, ছোট বাবাজি দণ্ডবৎ।

বৈষ্ণ। আবার রঙ্গ।

ভবি। নাতজামাই তুমি তো ভাই সেই রেতে চলে এলে—সকালে বাবুদের বাড়ী লোক ধরে না—আমি তাড়াতাড়ি কামিনীর ঘরে গেলেম, দেখি কামিনীর এক চক্ষে শতধারা, কামিনীর সেই অহঙ্কারপ্রফুল্ল মুখখানি এতটুকু হয়ে গেছে। কামিনীর স্নেহের স্রোত অহঙ্কার-পাহাড়ে আট্‌কে ছিল, ক্রমে স্রোত প্রবল হয়ে পাহাড় ভেদ করে বহিতে লাগ্‌লো, কামিনী কারো সঙ্গে কথা কয় না, কেবল আমার গলা ধ'রে বল্যে ময়রা-দিদি আমি কলঙ্কিনী হইচি, সতীর সর্ব্বস্বধন স্বামীর অবমাননা করিছি—ঐ দেখ কামিনীর ডাগর চ'ক সাগর হয়ে উঠ্‌লো—

কেন দিদি আর কাঁদ কেন, যার জন্যে কান্না তাকে তো পেয়েছ।

বৈষ্ণ। ময়রাদিদি তুমিও যে কাঁদ্‌চো ভাই।

অভ। তার পর।

ভবি। কামিনী নায় না, খায় না, পরে না, চুল বাঁধে না, কেবল কাঁদে আর বলে আপনার সর্ব্বনাশ আপনি কর্‌লেম। পূজার সময় পাঁচ মেয়েতে নতুন কাপড় প'রে আমোদ কত্তে লাগ্‌লো, কামিনী একাকিনী একখানি ময়লা কাপড় প'রে ঘরের মেজেয় বসে কাঁদ্‌চেন, আমি কাছে গেলেম, বল্যে ময়রাদিদি আমার খাওয়া পরা ঘুচে গেছে, আমার স্বামীর উদ্দেশ নাই। ঐ দেখ কামিনী আবার কাঁদ্‌লো, আমি ভাই ইতি করি।

বৈষ্ণ। বল্ না, অভয় শুন্‌তে চাচ্চে।

অভ। তোমরা বেরুলে কবে।

ভবি। তোমার অনুসন্ধানে দেশ দেশান্তরে লোক গেল, সকলি নিরাশ হয়ে ফিরে এল, দাওয়ানজি তোমাকে জামালপুরের ষ্টেশানে ধরেছিলেন, তা তুমি বল্যে যে বাড়ীতে স্ত্রী স্বামীকে নাতি মারে সে বাড়ীতে আমি আর যাব না। ক্রমশঃ তোমার আশা সকলেই ছেড়ে দিলে, কেবল এক জন ছাড়্‌লে না, তোমার নাম আর কিছুতেই রইলো না, কেবল কামিনীর হৃদয়ে। কামিনী এক দিন আমাকে বল্যে "অন্য কেউ তাকে আন্‌তে পার্‌বে না,'আমি গেলে আন্‌তে পারি— আমি পতির অন্বেষণে যাব স্থির করিছি, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।" আমি ময়রা বুড়োর কাছে উপস্থিত হলেম, বল্যেম ময়রা বুড়, তুমি কার, সে বল্যে আগে ছিলেম কামিনীর এখন তোমার।

বৈষ্ণ। পোড়ার মুখ, মরে যাও।

ভবি। আমি বল্যেম তবে পাত্ দত্ তোলো, আমার সঙ্গে তীর্থে যেতে হবে, সে অমনি কাপড় চোপড় প'রে মাতায় পাগ্ড়ি ঙটি হয়ে আমাদের সেতো হয়ে চল্লো—দেশে সোরৎ হলো কামিনী ময়রা বুড়োর সঙ্গে বের্য়ে গিয়েছে।

অভ। শালার মাথার টাক্ দেখ্লে আমাদেরি বেরুতে ইচ্ছে করে।

ভবি। তোমার বাড়ীতে গেলেম, ভাঁ ভোঁ কেউ কোত্থাও নাই—সেখানে এক নতুন বিপদ উপস্থিত; তোমার সেই ভাঙ্গা ঘরের মেজেয় পড়ে কামিনীর আচ্ড়াপিচ্ড়ি করে কান্না, বল্যে "এত দিন সোনার খাঁচায় ছিলেম আজ আমি নিজ বাড়ীতে এলেম, এই ভাঙ্গা ঘর আমার সোনার অট্টালিকা—ময়রাদিদি তুই যা আমি এই ভিটেয় পড়ে থাকি, অভয় শুন্লে আমাকে গ্রহণ কর্বে।"

অভ। ময়রাদিদি এবারে আমি কাঁদ্লেম; কামিনী আমার জন্যে এত কষ্ট করেছেন।

ভবি। তার পর ভাই আমি কল কৌশলে পদ্ম বাবাজির ভাইপোর কাছে জান্লেম তুমি বৃন্দাবনে পদ্মবাবাজির মঠে আছ। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন, মনচোরার অনুসন্ধানে বিনোদিনীকে সঙ্গে লয়ে বাহু দোলাতে দোলাতে বৃন্দাবনে এলেম। তার পরে কেলীকদম্বতলায় বনমালীর প্রথম দর্শন: পূর্ব্বরাগ অর্থাৎ পদাঘাত স্মরণ; বিনোদিনীর বৈষ্ণবীর বেশ; মাধব বৈরাগীর আশ্রম; স্বস্তি সকল মঙ্গলালয়; লগ্নপত্র; কণ্ঠিবদল; মিলন। ইতি পতি উদ্ধার পালা শেষ।

অভ। রাম কল্যেন সীতা উদ্ধার, কামিনী কল্যেন পতি উদ্ধার।

বৈষ্ণ। ময়রাদিদি আমার প্রধান সহায়, ওরে এক ছড়া মুক্তার মালা দেব।

ভবি। তোর ভাতারের গলায় দে সাজ্‌বে ভাল—কামিনি তোর মুখে আজ হাসি দেখে আমার প্রাণ জুড়ালো।

বৈষ্ণবীর প্রস্থান।

অভ। পদ্মবাবু আস্‌চেন।

পদ্মলোচনের প্রবেশ

পদ্ম। তোমার শ্বশুর এসেছেন।

অভ। মাধব বৈরাগী?

পদ্ম। বিজয়বল্লভ।

অভ। কোথায় আছেন?

পদ্ম। মাধব বৈরাগীর সঙ্গে এখানে আস্‌চেন—মিন্‌ষে কামিনি কামিনি ব'লে মাধবের গলা ধরে কাঁদ্‌চে, কামিনী পতি উদ্ধার করেছে শুনে আনন্দের সীমা নাই, মাধবকে ষোল ভরির সোনার হার পারিতোষিক দিয়েছেন।

ভবি। রক্তের টান, রাগ করে কি থাক্‌তে পারেন, ছুটে বের্‌য়েচেন।

পদ্ম। উনি কে—আমাদের বৈষ্ণব ঠাকুরুণ না?

ভবি। দণ্ডবৎ বাবাজি।

অভ। উনি আমার দাদা হন।

ভবি। নাতজামায়ের ভাই,
শালা বল্যে ক্ষতি নাই।

পদ্ম। ময়রাদিদি সব কল্যে ঘটক বিদায় কল্যে না।

ভবি। ঘটক বিদায় দেব।

পদ্ম। কি?

ভবি। ছোট মেগের হাতের রূপ-বাঁধান শতমুখী।

পদ্ম। তাদের আর সে ভাব নাই—এঁরা আস্‌চেন।

ভবি। আমি যাই।

ভবি ময়রাণীর প্রস্থান।

পদ্ম। ভায়া আমি তোমাদের সঙ্গে দেশে যাব।

অভ। তোমাকে কি আমি রেখে যাই।

বিজয়বল্লভ, মাধব বৈরাগী এবং কামিনীর প্রবেশ

বিজ। (কামিনীর হস্ত ধরিয়া) বাবা অভয়, তুমি আমার কামিনীকে ক্ষমা কল্যে তো?

অভ। মহাশয়, কামিনী সাবিত্রী অপেক্ষাও সাধ্বী, কামিনীকে আমি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করিচি।

বিজ। তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, দেশে চল।

মাধ। এখন আমার আশ্রমে চলুন।

বিজ। তোমার আশ্রমে আজ মোচ্ছব।

সকলের প্রস্থান।
